হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhatibangla.com

Vol. No. 7, Issue No. 08, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, September 2018

এ দেশে মঠ মন্দিরের সংখ্যা চৌত্রিশ লক্ষ, সাধু সন্ন্যাসী, মোহান্ত, পণ্ডিত, পূজারীর সংখ্যা আটান্ন লক্ষ। এঁদের দায়িত্ব হিন্দু সমাজকে অভয় দেওয়া, সাহস যোগানো। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, এঁরাই ভীত সন্ত্রস্ত সংকুচিত মাত্র কয়েক হাজার দেশি বিদেশী মৌলভী আর পাদ্রীদের সামনে। কেন? কোথাও নিশ্চয় ফাঁকি আছে। আসলে জাত হিসাবে আমরা অত্যন্ত স্বার্থপর, ফাঁকিটা সেখানেই। সাধু-সন্ন্যাসী, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, পণ্ডিত, পুরোহিত যাই হোন না কেন বেশিরভাগ হিন্দুর জীবন আত্মকেন্দ্রিক।

—শিবপ্রসাদ রায়

৪৬-এর কলকাতার দাঙ্গায় হিন্দু রক্ষাকারী গোপাল মুখার্জী স্মরণ দিবস পালন হিন্দু সংহতির

বিগত কয়েক বছরের মতো এবারেও হিন্দু সংহতি ১৯৪৬-এ কলকাতা দাঙ্গায় হিন্দু রক্ষাকারী গোপাল মুখার্জী স্মরণ দিবস পালন করলো। এবারের অনুষ্ঠানটিতে কিছুটা বৈচিত্র্য আনা হয়েছিল। একইসঙ্গে কলকাতার রাজপথে মিছিল এবং ভারত সভা হলে একটি বৌদ্ধিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ওইদিন দুপুর ২টোর মধ্যেই উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা থেকে প্রায় হাজার তিনেক মানুষ শিয়ালদহ স্টেশনে এসে উপস্থিত হয়। সেখান থেকে হিন্দু সংহতির সহ সভাপতি দেব চ্যাটার্জী এবং প্রমুখ কর্মী সুষেণ বিশ্বাসের নেতৃত্বে ২-৩০ মিঃ নাগাদ মিছিল ভারত সভা হলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। প্রবল বর্ষণ হওয়া সত্ত্বেও মিছিল ছিল চোখে পড়ার মতো। হিন্দু সংহতির পতাকা এবং ফেস্টুন মাথায় দিয়ে এবং ভারতের জাতীয় পতাকা নিয়ে জাতীয়তাবাদী শ্লোগান দিতে দিতে মিছিল এসে উপস্থিত হয় সেন্ট্রাল এভিনিউ সংলগ্ন ভারত সভা হলে। সেখানে হিন্দু সংহতির সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক সুন্দরগোপাল দাস, উপদেষ্টা চিত্তরঞ্জন দে ও সুজিত মাইতি মিছিলকে বরণ করে নেয়। এছাড়াও হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া জেলা থেকে প্রচুর কর্মী সভাগৃহে উপস্থিত হয়।

পূজনীয় প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, গোপাল মুখার্জীর সুযোগ্য পৌত্র শান্তনু মুখার্জী, বিশিষ্ট আইনজীবী ও লেখক শান্তনু সিংহ মহাশয় এই স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রদীপ্তানন্দজী তাঁর ভাষণে বলেন, গোপাল মুখার্জীর আদর্শে আজ যুব সমাজকে অনুপ্রাণিত হতে হবে। সেদিন তিনি যদি সমাজ ও দেশরক্ষায় অস্ত্র হাতে অবতীর্ণ না হতেন তবে আজ পশ্চিমবঙ্গবাসী সংখ্যালঘু বাংলাদেশী হিন্দু হতো। শান্তনু মুখার্জী তাঁর দাদুর মুখ থেকে শোনা সেদিনের ঘটনা উপস্থিত সমস্ত দর্শকের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, স্বয়ং গান্ধীজী গোপাল মুখার্জীকে ডেকে অস্ত্র সমর্পণের কথা বললে তিনি তাতে রাজি হননি। তাঁর বক্তব্য ছিল, যে অস্ত্র দিয়ে আমি হিন্দুর মা-বোনের সম্ভ্রম রক্ষা করেছি তার একটি কণাও আমি কারোর হাতে তুলে দেব না। শান্তনু সিংহ হিন্দু সংহতির কর্মীদের লক্ষ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তপন ঘোষ হিন্দু সংহতি সৃষ্টি করেছিলেন হিন্দু প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য। সেই পথ থেকে যেন তারা বিচ্যুত না হয়। সংহতি সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য্য আগামীদিনে হিন্দু সংহতির কাজ যে কত কঠিন সে কথা উল্লেখ করে বলেন, যে সংহতি কর্মীরা কোন অবস্থা থেকেই পিছপা হবে না। লড়াই হলো হিন্দু সংহতির মন্ত্র। আর এক্ষেত্রে গোপাল মুখার্জীর মতো আদর্শ মানুষই আমাদের অনুপ্রেরণা। তাঁর আদর্শকে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে হবে। মাটির রক্ষার লড়াইয়ে সবাইকে একসাথে লড়তে হবে।

তালদির স্কুল ছাত্রের উপর বহিরাগতের আক্রমণ প্রতিবাদে অবরোধ চালালো স্কুলের ছাত্ররা

ক্রিকেট খেলা ঘিরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদির মোহনচাঁদ হাইস্কুলে ব্যাপক গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে মার পাল্টা মারে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। স্কুলের মধ্যে পড়ুয়ারা ভাঙচুর চালায়। অবস্থা ক্রমশ সম্প্রদায়গত বিভেদের সৃষ্টি করলে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তিনজনকে আটক করে পুলিশ। গত ৩১ আগস্ট, শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে স্কুল চলাকালীন।

ঐদিন বেলা ১২ টা নাগাদ স্কুলের কমনরুমে ক্রিকেট খেলা নিয়ে একাদশ শ্রেণির ছাত্র মুন্না সাহানির সঙ্গে একই ক্লাসের আসাদুল, সম্রাট ও তন্ময় গাজীর বচসা হয়। এই মুসলিম ছাত্ররা মুন্নাকে ধর্ম নিয়ে বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করে। মুন্না তার প্রতিবাদ করলে উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। এই সময় হিন্দু ছাত্ররা মুন্নার পক্ষ নেয়। এরপর উভয়পক্ষের ছাত্র প্রধান শিক্ষকের কাছে নালিশ করলে প্রধান শিক্ষক এই বলে হিন্দু ছাত্রদের হুমকি দেয় যে,গাজি পাড়ার ছেলেদের লেলিয়ে দিলে তোরা এখানে বাঁচতে পারবি তো? কিন্তু হিন্দু ছাত্ররা এতে দমে না গিয়ে প্রধান শিক্ষককে জানায় যে গাজিপাড়ার ছেলেদের তারা ভয় করে না। এরপর চারটের সময় স্কুল ছুটি হলে ছাত্ররা বাড়ি চলে যায়। এই সময়ে জীবনতলা থানার পাতিখালির গুণ্ডা ফিরোজ শেখ (পিতা ছায়েম শেখ) দলবল নিয়ে এসে একা পেয়ে মুন্নাকে ব্যাপক মারধোর করে। প্রচণ্ড মারে মুন্না অজ্ঞান হয়ে পড়ে। রাস্তা থেকে উদ্ধার করে বন্ধুরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। গুরুতর আহত মুন্নার মাথায় সিটিস্ক্যান করতে হয়েছে।

এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হিন্দু ছাত্ররা পরদিন স্কুল অবরোধ করে। তাদের দাবি বহিরাগত ফিরোজকে গ্রেফতার না করলে তারা স্কুল বসতে দেবে না। এই সময়ে বহিরাগত কিছু মুসলিম ছেলে স্কুলের সামনে ঝামেলা পাকাতে এলে হিন্দু ছাত্ররা তাদের ধরে ব্যাপক মারধোর করে। মার খেয়ে মুসলমান ছেলেরা পালায়। এরপর ক্ষিপ্ত হিন্দু ছাত্ররা স্কুলে ঢুকে বেশ কয়েকজন সংখ্যালঘু শিক্ষককে ঘেরাও করে। তাদের ধারণা এই শিক্ষকেরাই বহিরাগত মুসলিম গুণ্ডাদের ডেকে এনেছিল। প্রধান শিক্ষক বোঝাতে এলেও তাঁর কথাও মানতে রাজি হয়নি ছাত্ররা। উত্তেজনার পারদ ক্রমশ বাড়তে থাকলে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই সময় মার খাওয়া মুসলিম ছেলেরা ফিরে এলে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে তাদের হটিয়ে দেয়। তিনজন বহিরাগতকেও ক্যানিং থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। বহিরাগত ফিরোজকে গ্রেফতার করা হবে বলে ছাত্রদের শান্ত করে ক্লাস রুমে পাঠায়। সূত্রের খবর সোমবার থেকে স্কুলের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়।

জয় শ্রীরাম বলায় ৪ হিন্দু ছাত্রকে মারধোর করলো স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়

একাদশ শ্রেণির ৪ জন হিন্দু ছাত্র স্কুলে জয় শ্রীরাম বলায় স্কুলের মুসলিম প্রধান শিক্ষক ওই ছাত্রদের বেধড়ক মারধর করলেন। ঘটনাটি গত ১৩ই জুলাই শুক্রবার বিকেল ৩টা নাগাদ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত শক্তিপুর থানার কুমার মহিমচন্দ্র ইনস্টিটিউশনের। অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের নাম আফিকুল আলম। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার স্কুলে জয় শ্রীরাম বলা নিয়ে একাদশ শ্রেণির ৪ ছাত্রের সঙ্গে স্কুলের বেশ কয়েকজন মুসলিম ছাত্রের ঝামেলা বাধে। এ নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা ও হাতাহাতি পর্যন্ত হয়। এ নিয়ে শোভন মণ্ডল নামে এক হিন্দু ছাত্র প্রধান শিক্ষকের কাছে অভিযোগ জানাতে যায়। কিন্তু প্রধান শিক্ষক আফিকুল আলম কোনো কথা না শুনেই লাঠি দিয়ে ব্যাপক মারধর করেন শোভনকে। তারপর স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়ে শোভন। তাকে স্থানীয় শক্তিনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে রেফার করা হয় মুর্শিদাবাদ জেলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। বর্তমানে সে সেখানে ভর্তি রয়েছে। যদিও সমস্ত বিষয়টি প্রধান শিক্ষক অস্বীকার করেছেন। কিন্তু ছাত্রের আহত হওয়াটা সমস্ত সত্যিকে সামনে নিয়ে এসেছে। সমাজের বিভিন্ন মহল থেকে অভিযুক্ত শিক্ষকের গ্রেপ্তারের দাবি উঠেছে। শোভনের মা প্রধান শিক্ষকের শাস্তি চেয়ে শক্তিনগর থানায় আফিকুল আলমের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

লালগড়ের শতাব্দী প্রাচীন কালী মন্দিরে চুরি

গত ২৫শে আগস্ট সকালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত লালগড়ের চন্দ্রপুর গ্রামে শতাব্দী প্রাচীন কালী মন্দিরের দরজা ভেঙে গহনা চুরি করে নিয়ে গেলো দুষ্কৃতিরা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে দেখছে লালগড় থানার পুলিস। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো শনিবার ভোরেও মঙ্গলারতি করার জন্যে মন্দিরে গিয়েছিলেন পুরোহিত শিবপ্রসাদ রায়। কিন্তু তিনি দেখেন যে মন্দিরের মূল গেটের তালা ভাঙা। ভিতরে ঢুকে তিনি দেখেন বিগ্রহের গায়ে থাকা সমস্ত সোনা ও রূপোর গহনা উধাও। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশেপাশের গ্রামের মানুষজন মন্দিরে ভিড় করেন। পরে পুলিস ঘটনাস্থলে আসে। স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করছেন যে, আগের দিন রাতে এলাকায় বৃষ্টি হচ্ছিলো। তখনই চুরির ঘটনা ঘটতে পারে। প্রসঙ্গত চন্দ্রপুর থেকে বেলাটিকারী যাওয়ায় পিচ রাস্তার ধারেই রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন 'হরি শিবানী কালিকাশ্রম'। তবে এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

আমাদের কথা

এনআরসি অবশ্যই হওয়া উচিৎ ঃ তবে তা শর্তসাপেক্ষে

এ বছরের গোড়ার দিকে পার্লামেন্টে এনআরসি-র কথা ঘোষণা করে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। সারা দেশে এই পদ্ধতিতে কে দেশের নাগরিক ও কে বহিরাগত তা নির্ণয় করা সম্ভব হবে। এর ফলে দেশের সঠিক জনসংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হবে। কেন্দ্রিয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে হিন্দু সংহতি সমর্থন জানায়। কিন্তু এই সমর্থনের পিছনে সংহতির বেশ কিছু শর্ত আছে। সরকার যদি এই শর্তগুলি পূরণ করতে পারে তবে দেশের দশের মঙ্গল হবে বলেই আমরা মনে করি। কি সেই শর্ত–

প্রথমত ঃ দেশভাগের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় পশ্চিমের পাঞ্জাব ও পূর্বের বঙ্গপ্রদেশ। কারণ এই দুটি প্রদেশের বিভাজন ঘটেছিল। ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। ইতিহাসিকদের মতে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মাইগ্রেশন হয়েছিল ভারতভাগের সময়। এরপরেও ১৯৬৫ সালে, ১৯৭১ সালে এবং তারও পরে বহু মানুষের ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটে। পাঞ্জাব সামলে নিলেও পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম এর ফলে বিপদে পড়ে যায়। জনবিন্যাসের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হয়, সর্বোপরি জনসংখ্যার চাপে ন্যুব্জ হয়ে পড়ে সীমান্তবর্তী রাজ্যদুটি। সম্প্রতি আসামে এনআরসি-র মাধ্যমে নাগরিক গণনারকাজ শুরু হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে ৪০ লক্ষ মানুষকে বহিরাগত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ঃ আমাদের মতে, এই বহিরাগতদের দুটি শ্রেণিতে চিহ্নিত করতে হবে। শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারী। বাঙালী হিন্দুরা শরণীর্থীর মর্যাদা পাবে। কারণ ইসলামিক রাষ্ট্র বাংলাদেশে তাদের সম্পত্তি, নারীর সম্মান ও সর্বোপরি ধর্ম বাঁচিয়ে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। ইসলামিক চাপাতির সামনে প্রতি মুহূর্তে তাদের প্রাণ সংশয় হয়ে উঠেছিল। তাইতো পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। আর অনুপ্রবেশকারীদের সামনে এই সমস্যা ছিল না। মূলত অর্থ উপার্জনের জন্য তারা ভারতে এসে বসবাস করতে শুরু করে। এমনকি আরবীয় চক্রান্তকে (ভারতের পূর্বদিকের রাজ্য আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ নিয়ে বৃহত্তর বাংলাদেশ বা মুগলিস্তান গড়ে তোলা) বাস্তবায়িত করতেও বহু সংখ্যক মানুষ বর্ডার পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে বসবাস করতে শুরু করেছে। এরা অনুপ্রবেশকারী অথচ রাজনৈতিক দলাদলিতে এদের বিরুদ্ধে কোন চিরস্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। আসামে সবে এনআরসি শুরু হয়েছে। আমাদের মতে পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে এনআরসি প্রথা চালু হোক। দুধ আর জলকে আলাদা করে চিনে নেওয়ার সময় এসেছে।

তৃতীয়ত ঃ স্বাধীনতার পরে যে সময়েই হোক ওপার বাংলা থেকে প্রাণ মানের ভয়ে যে-সব হিন্দুরা ভারতে পালিয়ে এসেছে তাদের শরণার্থীর মর্যাদা দেওয়া হোক। আসামে ৪০ লক্ষ এন আর সি আওতায়ে আসা মানুষের মধ্যে ১৪ লক্ষ হিন্দু। এদেরকে শরণার্থী বলে স্বীকার করুক সরকার।

চতুর্থতঃ প্রত্যেক শরণার্থীর্কে ভারতে নাগরিকের মর্যাদা দিতে হবে। এর জন্য যত শীঘ্র পার্লামেন্টে আইন প্রণয়ন করুক সরকার। তাদের বাসস্থান, শিক্ষা, চাকুরী রাষ্ট্র দ্বারা সুরক্ষিত করা হোক। একটিও হিন্দু শরণার্থীকে যেন দেশ থেকে বের করে দেওয়া না হয়।

পঞ্চমত ঃ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা হোক। এরা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের নাগরিক। এদের ফিরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বাংলাদেশেরও।

ষষ্ঠতঃ সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন এনআরসি-র ফলে যারা নাগরিকত্ব হারাবেন তাদের কাউকেই ফেরত পাঠানো হবে না। প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে বকলমে এনআরসির আসল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। শরণার্থীর পুনর্বাসন ও অনুপ্রবেশকারীর বিতাড়ন হবে সঠিক সিদ্ধান্ত।

এইসব শর্তসাপেক্ষে এনআরসি হয় তাহলে দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে বলেই আমরা মনে করি। রাজনীতি নয়, দেশনীতিকেই এখন আমাদের বড় করে দেখা উচিত। তাহলেই এন আর সি ব্যবস্থার আশু সমাধান সম্ভব হবে।

শিশুবিক্রি দায়ে গ্রেপ্তার মাদার টেরিজার মিশনারিজ অফ চ্যারিটির ৩ খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনী

মাদার টেরিজার মিশনারিজ অফ চ্যারিটিতে শিশু-বিক্রি চক্রের পর্দাফাঁস। অভিযোগ, ওই প্রতিষ্ঠানের রাঁচির হোমে জন্মানো ১৪ দিনের একটি শিশুকে লক্ষাধিক টাকার বিনিময়ে নিঃসন্তান দম্পতির কাছে বিক্রি করা হয়েছে। এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির। এই মহিলা কমিটির 'নির্মল হৃদয়'-এর কর্মী অনিমা ইন্দওয়ারকে জেরা করে আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সন্তানের খোঁজ করতে করতে উত্তরপ্রদেশের শোনপুরের বাসিন্দা ওই নিঃসন্তান দম্পতি নির্মল হৃদয়-এর কর্মী অনিমা ইন্দওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। গত ১৪ মে দম্পতির হাতে চোদ্দদিনের ওই শিশুটিকে তুলে দেয় অনিমা। তার আগে ১ মে শিশুপুত্রের বিনিময়ে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দম্পতির থেকে নেয় 'নির্মল হৃদয়'-এর ওই মহিলা কর্মী। মাসখানেক পর ১ জুলাই আবারও উত্তরপ্রদেশের ওই দম্পতিকে ডেকে পাঠানো হয়। দত্তক নেওয়ার পর কিছু কাগজপত্রের কাজ থাকায় তাঁদের আসতে বলা হচ্ছে বলেও জানায় অনিমা। শিশুকে সঙ্গে নিয়ে আসতে বলে অনিমা। দম্পতির অভিযোগ, হোমে আসার পর তাঁদের হাত থেকে শিশুপুত্রকে কেড়ে নেয় ওই কর্মী। কয়েকদিন কেটে গেলেও শিশুকে ফেরত দিতে রাজি হয়নি অনিমা। ইতিমধ্যেই শিশুসুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধি ওই হোম পরিদর্শনে আসেন। অনিমা ইন্দওয়ারের নেতৃত্বে রমরমিয়ে ওই হোমে শিশু বিক্রি চলছে বলে অভিযোগ জানান ওই দম্পতি। কোতয়ালি থানাতেও শিশু বিক্রির অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তের পর পুলিশ জানতে পারে এর আগেও অবৈধভাবে হোম থেকে একাধিক শিশু বিক্রি করেছে অনিমা। ওই হোমে তল্লাশি চালিয়ে ইতিমধ্যেই কয়েক লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। শিশু বিক্রির সঙ্গে চলতো প্রতারণাও। যেমন উত্তরপ্রদেশের দম্পতির সঙ্গে করা হয়েছে। তাদের অভিযোগ, নিঃসন্তান বলেই এদের কাছে এসেছিলাম একটি সন্তান দত্তক নেবার আশায়। কিন্তু অনিমা দেবী একটি শিশুপুত্রের বিনিময়ে প্রথমে আমাদের থেকে লক্ষাধিক টাকা আদায় করে। পরে ঐ শিশুটিকে কেড়েও নেয়। সম্ভবত অন্য কারোর কাছে আরো বেশি দাম পেয়েছেন উনি। বর্তমানে ধৃত কর্মীরা জেল হেফাজতে রয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস

দেবতনু ভট্টাচার্য্য

অনেকদিন আগে একবার আসাম থেকে বাড়ি ফেরার পথে কোচবিহার স্টেশনে বেশ কিছুটা সময় কাটাতে হয়েছিল। সঙ্গে ছিল প্রত্যুষ। সকালবেলা টিফিন করতে হবে। স্টেশনের বাইরে দেখলাম খিচুড়ি আর কষা মাংস বিক্রি হচ্ছে। পেটে ছুঁচোয় ডন বৈঠক মারছিল। নিয়ে নিলাম দুজনে এক প্লেট করে। প্রচণ্ড গরম খিচুড়ি। হাত লাগানো কষ্টকর। তারমধ্যেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি এক মনে। হঠাৎ সেই প্রত্যুষের প্লেটের দিকে চোখ গেল। মোটামুটি সাবাড় করে ফেলেছে পুরোটা। বললাম, অত গরম খাও কি করে। ও বলল, আপনি তো খিচুড়ি খাওয়ার সিস্টেমই জানেন না। খিচুড়ি খাওয়ার আবার আলাদা কোনো সিস্টেম আছে নাকি, আমি অবাক দৃষ্টিতে তাকালাম তার দিকে। ও বলল, আছে। এক ধার থেকে অল্প অল্প করে খেতে হয়, মাঝখানে হাত দিলে হাতা পুড়বে কিন্তু খেতে পারবেন না।

যাইহোক, গত কয়েকদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের ডেমোগ্রাফিটা (জনবিন্যাস) নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতে করতে এই ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, ওরা সিস্টেমটা জানে। নিঃশব্দে জমি দখলের সিস্টেমটা ওরা জানে। গরম খিচুড়ি খাওয়ার সিস্টেমেই ওরা পশ্চিমবঙ্গটাকে খাচ্ছে। একধার থেকে অল্প অল্প করে গরম খিচুড়ি খাওয়ার সিস্টেম আর একধার থেকে আস্তে আস্তে জমি দখলের সিস্টেমের বড়ই মিল। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আফগানিস্তান, পাকিস্তান চলে গেছে, কাশ্মীর যাওয়ার পথে। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের জনবিন্যাসের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে এবং এই জনবিন্যাসের পরিবর্তন আরও দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করার জন্য সেখানে রোহিঙ্গাদেরকে বসানো হয়েছে পরিকল্পনামাফিক। দক্ষিণের কেরল রাজ্যে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। সেখানে ইতিমধ্যেই আইএস-এর পতাকা উঠে গেছে এবং কেরলের সীমানা ছাড়িয়ে তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যগুলোতেও জনবিন্যাস পরিবর্তন হয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। পূর্বদিকে আমাদের তিনভাগের দুভাগ বাংলা চলে গেছে। বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম সহ পূর্বোত্তর রাজ্যগুলোতে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে ইসলামিক জেহাদের নিঃশব্দ কর্মকাণ্ড, ঠিক ফল্গুধারার মত। মাঝে মাঝে দেগঙ্গা, নলিয়াখালি, পাঁচলা, ধূলাগড় কিংবা বাদুড়িয়া-বসিরহাটে এই ফল্গুধারা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ফেললেও আবার তাকে নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলতে দেরী করেনি জেহাদের কাণ্ডারীরা। এখনও যে সময় হয়নি দাঁত-নখ বের করার। এখন সময় নীরবে সংখ্যা বাড়িয়ে চলার। জনসংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। জনসংখ্যার অনুপাতে বাড়াতে হবে মসজিদ, মাদ্রাসা, মাজারের সংখ্যাও। পাশাপাশি চলতে থাকবে জেহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে সাধারণ মুসলমানদের সহি মুসলমানে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া। দিকে দিকে অওয়াজ উঠবে স্কুলে সরস্বতী পূজা করা হারাম, জাতীয়সঙ্গীত গাওয়া হারাম, আমাদের জন্য বিধানসভা এবং লোকসভার অনুপাতে আসন সংরক্ষণ করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর...ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে আসবে সময়মতো–আলাদা দেশ চাই। পাকিস্তান চাই। গ্রেটার বাংলাদেশ চাই। মিশন গজবা-ই-হিন্দ। এই মিশন অ্যাকমপ্লিশ করার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হল জনসংখ্যা। বাংলাদেশের এক হুজুরের অকপট স্বীকারোক্তি আজ সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল–ওরা বলছে পারমাণবিক বোমা ফাটাবে। আরে আমরা তো জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটাবো। আমার তো ১১টা সন্তান।

এই বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর রূপ আমরা দেখেছিলাম ১৯৪৭ সালে। ভারত তিন টুকরো হয়ে গিয়েছিল সেই বিস্ফোরণে। লক্ষ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তু হয়েছিলেন। হাজার হাজার হিন্দুনারীর সম্ভ্রমহানী হয়েছিল। হিন্দুদের হত্যা করার হয়েছিল নির্বিচারে। হিন্দুদের সম্পত্তি বেদখল হয়ে গিয়েছিল এক ঝটকায়। হয়েছিল গণধর্মান্তরকরণ। স্বাধীনতার ৪৩ বছর পরে আবার এই বিস্ফোরণের শিকার হলেন কাশ্মীরের হিন্দুরা। মাত্র তিনদিন সময়ের মধ্যে কাশ্মীর উপত্যকা হল হিন্দুশূন্য। এই বিস্ফোরণগুলো কিন্তু হঠাৎ করে হয়নি। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে চেইন রিয়্যাকশন বলে, বিস্ফোরণের সেই পূর্বপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। এই প্রক্রিয়া আজও চলছে। যার ফলশ্রুতি স্বরূপ ভবিষ্যতের গর্ভে লুকিয়ে আছে অনেক অনেক ভয়ানক বিস্ফোরণ।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসের চিত্রটা একবার দেখা যাক। দেশভাগের পর ১৯৫১ সালের প্রথম জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ১৯.৮ শতাংশ আর ১৯৮১-র জনগণনায় তা বেড়ে দাঁড়ায় ২১.৫১ শতাংশ। অর্থাৎ ৫১ থেকে ৮১–এই ত্রিশ বছরে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ১.৬৬ শতাংশ। কিন্তু ১৯৮১ থেকে পরবর্তী ত্রিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.৫ শতাংশ অর্থাৎ পূর্ববর্তী ত্রিশ বছরে তুলনায় তিনগুণেরও বেশি। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা ২৭.১ শতাংশ। ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৪ শতাংশ হারে অন্যদিকে হিন্দুদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৬.৮ শতাংশ। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতে হিন্দুর জনসংখ্যা যদি ০.৭ শতাংশ কমে থাকে, বাংলায় কমেছে ১.৯৪ শতাংশ। ঠিক তেমনই মুসলিম জনসংখ্যা ভারতে ০.৮ শতাংশ বেড়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বেড়েছে ১.৭৭ শতাংশ। সবথেকে ভয়ানক তথ্য হল, পশ্চিমবঙ্গে ০ থেকে ৬ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ৩৭ শতাংশ। একদিকে মুসলমানদের জন্মহার হিন্দুর তুলনায় বেশি, আরেকদিকে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশের সুনামী। এই চাপে পশ্চিমবঙ্গের জনচরিত্র বদলাচ্ছে দিন প্রতিদিন। অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১১ই অক্টোবর, ১৯৯২ সালে গণশক্তি পত্রিকায় ''অনুপ্রবেশ সমস্যার প্রকৃত সমাধান প্রয়োজন'' শীর্ষক নিবন্ধে কমরেড জ্যোতি বসু লিখেছেন– '১৯৭১ থেকে মুসলমানরাও ভারতে আসতে শুরু করলো। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত বিএসএফ ২,৩৫,৫২৯ জন বাংলাদেশীকে শনাক্ত করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে ৬৮,৪৭২ জন হিন্দু আর ১,৬৪,১৩২ জন মুসলমান। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত মোবাইল টাস্ক ফোর্স ২,১৬,৯৮৫ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে ৫৬,৩৪২ জন হিন্দু ও ১,৬৯,৭৯৫ জন মুসলমান।' সরকারি পরিসংখ্যান। ১ জন হিন্দু এসেছে তো ৪ জন মুসলমান এসেছে। তাহলে যারা ধরা পড়লো না, তাদের মধ্যেও হিন্দু এবং মুসলমানের সংখ্যার অনুপাতটা ১ ঃ ৪ ধরলে কি ভুল হবে? এছাড়াও ভারতের প্রথম কম্যুনিষ্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ১৯৯০ সালের ৬ই মে লোকসভায় জানান যে ভারতে ১ কোটি অবৈধ বাংলাদেশী আছে। ২০০৪ সালের ১৪ই জুলাই কংগ্রেস সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর প্রকাশ জয়সওয়াল এক প্রশ্নোত্তরে জানান যে ভারতে ১, ২০,৫৩,৯৫০ জন অবৈধ বাংলাদেশী আছে। এর মধ্যে ৫৭ লক্ষই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। আমরা সবাই জানি সরকারী পরিসংখ্যানের তুলনায় বাস্তবে এই সংখ্যাটা অনেক বেশি। এই অবৈধ বাংলাদেশীদের

শেষাংশ ৪ পাতায়

কর্মেণ্য বাধিকারাস্তি মা ফলেষু কদাচন.....

সংগৃহিত

[কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কুরু কুলপতি মহামতি ভীষ্ম আহত হয়ে শরশয্যায় পড়ে আছেন রণভূমিতে। কৃষ্ণ এ যুদ্ধের অন্যতম কাণ্ডারী। অথচ তার মনেও আছে এক নিগূঢ় প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর জানতে তিনি স্বয়ং এসে হাজির হয়েছেন কুরু কুলপতি দেবব্রতর কাছে।]

তোমার পাপবোধ হয় না বাসুদেব?

কুরুক্ষেত্রে গভীর রাতে তখন অমানব শ্বাপদদের ঘোরাফেরা। নদীবক্ষে ভেজা ঠাণ্ডা বাতাসের স্নিগ্ধতাকে শবভুক প্রাণীদের শক্ত দাঁতের ফাঁকে হাড় ভাঙার শব্দ যেন পৈশাচিক করে তুলছে। দূরে তাঁবুতে অস্পষ্ট মশাল। যুযুধান দুই পক্ষের। মহাভারতের সেই মহাশ্মশানে ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি, যিনি মহাভারতের সারথি বলে খ্যাত হবেন, যিনি সবার সমস্ত অভিশাপ নিজে নেবেন, যিনি সবার পূজার ফুলও নিজের ডালিতে নিয়ে আসতে সক্ষম হবেন...

প্রশ্নটি শোনামাত্র তাঁর রাতের অন্ধকারের চেয়েও অন্ধকার দুটি চোখ যেন হেসে উঠল, বলল, ''গতানুগতাসুংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ। মহাপ্রস্থানের যাত্রী পশ্চাতে ফিরে তাকায় না পিতামহ। আমি তো নিজে কিছু পাবার আশায় এই পথে আসিনি। অনুশোচনা হবেই বা কেন?''

কোনক্রমে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করলেন গঙ্গাপুত্র। হাসবার চেষ্টা করলেন। সর্বাঙ্গে শরদংশনের যন্ত্রণা সে হাসিকে অনাবিলতা পেতে দিল না। তিনি বললেন, ''আমার পতনের পর তুমি একা হাতে ধর্মযুদ্ধকে ধ্বংস করলে বার্ষেয়... আমি জানি তুমি স্বীয় স্বার্থে কিছুই করোনি, তবুও এর ফল কি শুভ হবে?''

''শুভ কাকে বলে পিতামহ? ধর্মযুদ্ধের আড়াল নিয়ে অধর্মকারী, প্রবঞ্চকের জয় হলে তা শুভ?'' বললেন বাসুদেব, 'যে ব্রাহ্মণ্যবাদী জরাসন্ধ একের পর এক বিরোধী হত্যার মাধ্যমে সমগ্র ভারতে একাধিপত্য স্থাপনের প্রচেষ্টা করেছিল সে জয়ী হলে তা শুভ হত?''

''কিন্তু একদিন যে তুমি দায়ী হবে কৃষ্ণ?'' শ্রান্ত কণ্ঠে বললেন, কুরুবৃদ্ধ, একদিন যে তোমার ঐ অদ্বারে প্রবেশকে অক্ষত্রিয় সুলভ বলে দায়ী করা হবে। তখন?

কিছু এসে যায় কি পিতামহ?'' আবছা অন্ধকারে পাতলা ঠোঁটে দেখা গেল সামান্য হাসির ঝিলিক। ''একদিন কেন, রাজসভায় সর্বসমক্ষে শিশুপাল কি দায়ী করেনি? সে আমাকে নীচজাতি ও কংসদাস বলেনি? পিতামহ আপনার মহান কুরুবংশের ক্ষাত্রেয় রক্তের বাহক। আপনাদের পূর্বপুরুষ তাঁর কামুক পিতাকে আপন যৌবন উৎকোচ দিয়ে সেই উচ্চতার শংসাপত্র পেয়েছিলেন। আমাদের পূর্বপুরুষ যদু, পিতার অন্যায্য কথায় মেষের ন্যায় মস্তক আন্দোলিত করেননি বলে পতিতই হয়েছিলেন। আপনাদের কাছে নীচ জাতি বা অক্ষত্রিয় কঠোর অপশব্দ। আমার কাছে নয়। আমার জন্ম কারাকক্ষে। আমার মৃত্যু কারাকক্ষে হবে না। জরাসন্ধ বা দুর্যোধন বা এমনকি আপনিও যদি গোটা ভারতকে কারাকক্ষে রূপান্তরিত করতে চান, আমি, বাসুদেব আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াব। আপনাদের কাছে যা ধর্ম, আমার কাছে তা নয়। আমার কাছে সকলের মুক্তিই মোক্ষ। তাই ধর্ম। এর জন্য কে আমাকে কি বলে অভিশপ্ত করল তা নিয়ে আমার ভাবনার কোনরকম ইচ্ছাই নেই।

চুপ করে রইলেন দেবব্রত। গঙ্গার হাওয়ার গতি বেড়ে গেল। শন শন করে হঠাৎ হাড় কাঁপানো ক্ষ্যাপা হাওয়া যেন ছুটে এল পাগলিনীর মতো। মাতা ক্রুদ্ধা হয়েছেন। তার মহাবল, অপরাজেয় সন্তান শরশয্যায়। তারপরও তাঁকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করায় ক্রুদ্ধা জাহ্নবী তাঁর বরফশীতল দীর্ঘনিঃশ্বাস যেন ছুঁড়ে দিয়েছেন বাসুদেবের দিকে। দৈবকেয় কি তা বুঝলেন? তিনি কি দেখলেন তাঁর পুরুষবচনে অতি বৃদ্ধ কুরুপিতামহের চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল সামান্য কয়েক ফোঁটা অশ্রু। ক্ষত্রিয়ের ক্রন্দন দুর্লভ। বলশালী শারীরিক আঘাতে রোরুদ্যমান হন না, কিন্তু তাঁর কঠোর বহিরঙ্গের ভিতরে একান্ত গোপনে লুক্কায়িত থাকতে পারে একটি কোমল হৃদয়। তা কখনও আহত হলে ক্ষাত্রবর্ম সে অশ্রু রোধ করতে পারে না।

''আমি দুঃখিত পিতামহ।' ম্লান কণ্ঠে বললেন, বাসুদেব, ''আপনাকে এমতাবস্থায় এমন কথা বলা আমার উচিৎ হয়নি।''

আবারও হাসবার চেষ্টা করলেন ভীষ্ম। বললেন,''দুঃখিত হয়ো না বাসুদেব। এ তোমার দুঃখের সময় নয়। কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন আছে। যদি করি, উত্তর পাব?''

''আজ্ঞা করুন পিতামহ। যদি সে প্রশ্নের উত্তরদান আমার লক্ষ্যের পথে প্রতিবন্ধক না হয়, তবে আপনার আজ্ঞানুযায়ী অবশ্যই উত্তর দেব।''

''দৈবকেয়, আমি জানি যে তুমি আপন ব্যক্তিস্বার্থে এ মহাশ্মশান রচনা করনি। আমি জানি তুমি কেন এই ভয়ানক যজ্ঞে ব্রতী হয়েছ। আমি এত জানি যে তুমি আসলে কে..... কিন্তু..... হে কেশব, আমাকে বলো, রাজপরিবারের মধ্যে যে যুদ্ধে এক পক্ষের হয়ে তুমি নেতৃত্ব দিচ্ছ, তোমার অসম্ভব ধীশক্তি প্রয়োগ করে যে হারা যুদ্ধকে তুমি তিল তিল করে তোমার পক্ষে গিয়ে এসেছ, তা কি আদৌ তোমার অভীস্পীত গণমুক্তির সহায়ক হবে? তা কি আদৌ সার্বজনীন মোক্ষ প্রদানে সক্ষম হবে।''

আকাশে তারাদের মৃদু আলোকে দৃষ্টি চলে না। না হলে দেখা যেত এ প্রশ্ন শোনামাত্র বাসুদেবের মুখের অদ্ভুত পরিবর্তন। সদাসপ্রতিভ উজ্জ্বল মুখে যেন অপ্রতিভাত। ''হয়তো হবে না। কিংবা একটু থেমে আবার বললেন, বাসুদেব, হয়তো হবে। কর্মেণ্যেবাধিকারস্তি মা ফলেসু কদাচন, মা কর্মফল হেতুভূর্ণা তে সঙ্গহস্ত্বকর্মানি... পিতামহ, সফলতার আসক্তিও তো আমার নয়। আমার কর্মোদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্যে স্বীয় বুদ্ধিবলে স্মিতীকৃত কৌশলও আছে। যোগ কর্মসু কৌশলম। এখন সফল হব বা বিফল হব তাই নিয়ে তত্ত্বগত আলোচনা করতে থাকার চাইতে নিরুপিত যোগানুযায়ী কর্ম করে যাওয়াই কি বিধেয় নয়। আমি নিশ্চিত নই আমি সফল হব কি বিফল হব। তবে আমি নিশ্চিত যে আমি আমার লক্ষ্য কখনও পরিত্যাগ করব না।''

''অসাধারণ!'' যথাসম্ভব উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন শান্তনু নন্দন। ''তোমার সাথে আমার একমাত্র সুহৃদ কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের মানসিকতার অদ্ভুত মিল বাসুদেব। তোমাদের সমস্ত কর্মই সুবিন্যস্ত। তাই তোমাদের বিকার নেই... অম্বিকা বা অম্বালিকার গর্ভে কুরুবংশের ভ্রূণ রোপনের পরও এই মহাযুদ্ধ প্রতিরোধে, যে মহাযুদ্ধে তারই সন্ততি হত হচ্ছে, তার রোধকল্পে তার বিশেষ কোন ভূমিকা নেই। কোন শোক তাপ বা অনুশোচনা নেই। তোমাদের উদ্দেশ্য আছে। পর্বতের মত স্থির, অনড় উদ্দেশ্য।''

''আর আপনার? পিতামহ, আপনার উদ্দেশ্য নেই? যে মহাভীষ্ম নামে পরিচিত তার ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য, সে উদ্দেশ্যহীন?'' বললেন বাসুদেব।

ভীষ্ম চুপ করে কিছু ভাবলেন। শরদংশনের যন্ত্রণা তাঁর ভাবনার দ্রুততাকে হ্রাস করেছে। অতঃপর বললেন, ''উদ্দেশ্য তো ছিল বাসুদেব। হস্তিনাপুর সিংহাসনকে সুরক্ষিত করে যাওয়া। হল কই? এখন সেই যন্ত্রণাকে সঙ্গী করে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে চলা ছাড়া আর কি অবশিষ্ট আছে আমার? তুমি তোমার উদ্দেশ্যে সফল হলে আমি তো আমার উদ্দেশ্য বিফল হবই। তুমি তো অন্তর্যামী। তুমি কি জান না।''

আপন মনে হাসলেন বাসুদেব। যে বৃদ্ধ এই বয়সেও এই প্রবল শর যাতনা সহ্য করবার মতো মনের জোর ও স্থিরতা রাখেন দুনিয়ার কোন মায়াই তার অন্তর্ভেদ করতে পারে না, যদি না সে ব্যক্তি নিজে নিজেকে ভেদ্য করেন। দেবব্রত তার সামনে নিজেকে ভেদ্য করেছিলেন একবার, যা দেখে সাময়িক মোহিত হয়েছিলেন চিরমোহমুক্ত বাসুদেব। মনে পড়ল সে কথা। মৃদুকণ্ঠে বাসুদেব বললেন, ''পিতামহ কেন বৃথা অনুশোচনায় নিজেকে এভাবে শাস্তি দিচ্ছেন? যথেষ্ট কি হয়নি এখনো?''

''হয়েছে? তুমি মনে করো? সব দেখা ও জানার পরও?''

''করি। কারণ দোষ যদি কারো হয়েই থাকে, তবে তা আপনার পিতার। যে পিতা আত্মসুখের জন্য সন্তানকে চিরবন্দী করে যান অনুশোচনা করার হলে তাঁর করার কথা। আপনার ভুলের মূল দায় তাঁরই। আমি তাই মনে করি।''

''কিন্তু বাসুদেব... ভগ্নকণ্ঠে বললেন দেবব্রত।'' তিনিই প্রথম ও শেষ ব্যক্তি যিনি আমাকে অকৃত্রিম ভালোবাসা দিয়েছিলেন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি আমার ক্ষমতা নয়, শুধুমাত্র আমাকেই নিজের কাছে চেয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনে বহু ক্লেশ স্বীকার করেছিলেন। আর আমি এটুকু পারব না।''

''শ্রীরামচন্দ্র তাঁর স্বীকৃতি পেয়েছেন। মর্যাদা পুরুষোত্তমরুপে পূজিত হয়েছেন। আর আপনি?''

''স্বীকৃতি কথা নয় হে দৈবকেয়। একজন পিতা যে তার পুত্রের ক্লেশের কথা চিন্তা করে প্রাণত্যাগ করতে পারে, তাকে ভালোবাসা বলে। আর এই ভালোবাসার কথা যখন সেই পুত্র অনুভব করে, উপলব্ধি করতে থাকে, তখন চৌদ্দ কেন চৌদ্দশ বছরও সে অক্লেশে দিয়ে দেয়। যেমন দিয়ে দেয় তার প্রাণবন্ত যৌবন। সকলের পক্ষে সে সম্পর্ক বোঝা সম্ভব নয় কেশব। এমন কি সে সর্বশাস্ত্র বিশারদ হলেও।''

কৃষ্ণ মনে মনে হাসলেন। আহত ব্যাঘ্র মৃত নয়। থাবার আঘাত দিতে সে ছাড়ে না। বৃদ্ধের পূর্বপুরুষের প্রতি যে কটাক্ষ তিনি করেছিলেন একটু আগে, তাই ফিরিয়ে দিলেন বৃদ্ধ। কে বলে এ বৃদ্ধ শুধুমাত্র ক্ষত্রিয় যোদ্ধা? প্রখর কূটনীতিকের প্রতিটি চিহ্ন এই বৃদ্ধের মধ্যে বর্তমান। নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলেন কৃষ্ণ। জরাসন্ধের মতো শুধুমাত্র মদগর্বী যোদ্ধা নন দেবব্রত। মগধের রাজসিংহাসনে ইনি থাকলে ব্রাহ্মণবেশে অদ্বারে প্রবেশ আর ঠুনকো আত্মশ্লাঘায় আঘাতের ফাঁদে ফেলে একে নিপতিত করা যেত না? বাসুদেব নিশ্চিত হলেন যে তিনি সঠিক লোকের কাছেই এসেছেন।

আমিই প্রথম থেকে কথা বলে যাচ্ছি আজ। বাসুদেব। জিজ্ঞাসা করা হয়নি, যে তুমি কেন এসেছ? নীরবতা ভাঙলেন গঙ্গাপুত্র।

বাসুদেব বললেন, ''একটি প্রশ্ন নিয়ে এসেছিলাম?''

''নিঃসংকোচে বলো বাসুদেব। ভক্তের ভগবান ভক্তের কাছে প্রশ্ন নিয়ে এসেছেন এ তো যে কোন ভক্তের কাছে পরম পাওয়া। উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, দেবব্রত।''

''আপনার মতে এখনো পর্যন্ত এ যুদ্ধে আমার সবেচেয়ে বড় ভুল কোনটি? সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন বাসুদেব। তার মনে হচ্ছে কোথাও একটা কিছু সমস্যা হচ্ছে। এত মসৃণভাবে তাঁর প্রতিটা পরিকল্পনা সফল হচ্ছে তা তিনি নিজেও আশা করতে পারেন নি। সত্যি কি তিনি এতটা সমর্থ নাকি তার কোথাও ভুল হচ্ছে... কাকে এ প্রশ্ন করবেন তা স্থির করতে বেশী সময় নেননি বাসুদেব। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে দেবব্রত বললেন, ''বাসুদেব একটি ছোট্ট নুড়ি এক নরম মাটির উপর রেখে যদি পর্বত দিয়ে চূর্ণ করার চেষ্টা হয় কি হবে বলতে পারো?

''নুড়িটা চূর্ণ হবে না, মাটি বিদীর্ণ হয়ে বিশাল ধ্বস তৈরী করবে–

''শুধু তাই?''

''পর্বত অচল হয়ে যেখানে মাটির বদলে পর্বত শোভা পাবে–''

''আর?''

''আর... পর্বত আর নুড়ি উভয়েই যেহেতু শিলা... অতএব নুড়িটাও পর্বতে অঙ্গ বলেই কথিত হবে মাটির সঙ্গে নুড়ির সম্পর্ক দৃষ্ট হবে না...পক্ষান্তরে পর্বত ও নুড়ি একত্ব লাভ করবে। ধন্যবাদ পিতামহ।'' চমকিত কিন্তু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন বাসুদেব। অসাধারণ ইঙ্গিত করেছেন মহাজ্ঞানী বৃদ্ধ। বাসুদেব নিজের সক্ষমতা দিয়ে কৌরব নামক নুড়িকে ধ্বংস করতে চাইছেন বটে, তাতে জয়লাভ করলেও তিনি আসলে কুরু বংশ নামক পর্বতেরই সহায়ক হয়ে থাকছেন।

বাসুদেব প্রণাম করলেন কুরু বৃদ্ধকে। বললেন, ''পিতামহ, আপনি যথার্থভাবে অনতিক্রম্য। শুধু একটি সামান্য অনুরোধ আছে। এই আলোচনা...''

''গোপন থাকবে। নির্দ্বিধায় থেকো হৃষীকেশ। তুমি আমি ভিন্ন এ কথোপকথন দ্বাপরে তৃতীয় ব্যক্তি জানবেন না। স্বয়ং জনার্দন তাঁর কর্মবিষয়ে দ্বিধা অপনোদনের জন্য আমার কাছে এসেছেন তাতে এ বৃদ্ধ সম্মানিত বোধ করছে। সে সম্মানের অপমান আমি করবো না। আমার মতো অক্ষম বৃদ্ধের মুখের কথা যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহলে নিঃসংশয় থাকো বাসুদেব।''

পূর্বের আকাশে উজ্জ্বলতা বাড়ছিল তখন। শুরু হতে চলেছে আর একটি রক্তস্নাত দিন। একটু পরেই এই মহাপ্রাঙ্গনের নীরবতা ভঙ্গ হবে। যুদ্ধের মৃত্যু নিঃশব্দ নয়। একাকী হরিধ্বনি তাতে নেই, জান্তব গর্জন আছে। পবিত্র শোক স্তব্ধতা নেই, নৃশংস ক্ষত আছে। তবে সব মৃত্যুতে যা থাকে তা এখানেও আছে অবশ্যই। পরিজনের বুক ফাটা হাহাকার।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফিরে দাঁড়ালেন মহাভারত। যতক্ষত কপিধ্বজ আছে, ততক্ষণ তিনি কোনও বন্ধনেই শৃঙ্খলিত হবেন না।

''বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে
তস্মাদ্ যোঘায় যুজ্যস্থ, যোগ কর্মসু কৌশলম্।।

দুর্গাপূজা সংখ্যায়
'স্বদেশ সংহতি সংবাদ' বই আকারে প্রকাশিত হবে। সমস্ত পাঠকবর্গ ও শুভানুধ্যায়ীকে জানানো হচ্ছে যে, তারা কোনো গল্প বা কবিতা থাকলে তা পত্রিকার দপ্তরে পাঠাতে পারেন। উপযুক্ত বিবেচনা করে তাদের লেখা পূজাবার্ষিকী সংখ্যায় ছাপানো হবে।
সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই লেখা পাঠাতে হবে।

অনিবার্য কারণবশতঃ
স্বদেশ সংহতি সংবাদ আগস্ট ২০১৮-তে প্রকাশিত করা সম্ভব হয়নি। এজন্য আমরা সমস্ত পাঠকবর্গের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

২য় পাতার শেষাংশ

পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস

মধ্যে আমরা হিন্দু মুসলমানের অনুপাত কি সেই ১ ঃ ৪ ধরে নিতে পারি না। ২০০৪-এর পরে এক যুগেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। অবাধ অনুপ্রবেশ আজও চলছে সমান তালে। এর প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসের উপরে কিভাবে পড়ছে তা বাংলাদেশে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর দিকে তাকালেই স্পষ্ট বোঝা যায়। আর এই জনচরিত্রের ভারসাম্য দ্রুত পাল্টে ফেলার জন্য পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে রোহিঙ্গাদের এখানে বসানো হয়েছে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। সব ঠিকঠাক চললে স্রোতের জলের মত ঢুকবে তারা আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে।

এখন পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলোর কি পরিস্থিতি দেখা যায়। দক্ষিণ ২৪পরগণা জেলায় ১৯৫১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত হিন্দু জনসংখ্যা কমেছে ১০ শতাংশ, পাশাপাশি মুসলিম জনসংখ্যা বেড়েছে ১০ শতাংশ। সাতটি ব্লকে হিন্দুরা সংখ্যালঘু, পাঁচটি ব্লকে মুসলিম জনসংখ্যা ৪০ শতাংশের বেশি এবং আরও আটটি ব্লকে ৩০ শতাংশেরও বেশি। উত্তর ২৪ পরগণায় নয়টি ব্লক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, তিনটি ব্লকে মুসলিম জনসংখ্যা ৪০ শতাংশেরও বেশি, আরও দুটি ব্লকে ৩০ শতাংশেরও বেশি। নদীয়া জেলায় চারটি ব্লক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, দুটি ব্লকে ৪০ শতাংশের বেশি এবং দুটি ব্লকে ৩০ শতাংশের বেশি। মুর্শিদাবাদ জেলার চিত্র আরও ভয়ানক। এই জেলায় মোট ২৬টি ব্লকের মধ্যে ২৫টি ব্লকেই মুসলিমরা সংখ্যাগুরু এবং অবশিষ্ট একটি ব্লকে মুসলিম জনসংখ্যা ৪০ শতাংশের উপরে। মানচিত্রে মুর্শিদাবাদের উপরেই মালদা জেলা। সেখানে দশটি ব্লকে হিন্দুরা সংখ্যালঘু এবং একটি ব্লকে মুসলমানদের জনসংখ্যা ৪০ শতাংশ অতিক্রম করেছে। রাজ্যের আরেকটি মুসলিম অধ্যুষিত জেলা হল উত্তর দিনাজপুর। এই জেলায় সাতটি ব্লকে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, একটিতে তারা ৩০ শতাংশের বেশি। দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর ব্লক বর্তমানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আরও তিনটি ব্লকে মুসলিম জনসংখ্যা ৩০ শতাংশের উপরে। জলপাইগুড়ি জেলার পরিস্থিতি তুলনামূলক ভাবে ভালে হলেও চারটি ব্লকে মুসলিম জনসংখ্যা ১৫ শতাংশের বেশি। কোচবিহার জেলার পরিস্থিতি কিন্তু খারাপের দিকে। একদিকে বাংলাদেশের সীমান্ত থাকার সাথে সাথে অন্যদিকে আসামেরক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ধুবুরি জেলা থাকায় কোচবিহারের জনচরিত্র জলপাইগুড়ির তুলনায় ভিন্ন। এই জেলার সাতটি ব্লকে মুসলিম জনসংখ্যা বর্তমানে ৩০ শতাংশের বেশি। সীমান্ত জেলাগুলির মোটামুটি ৪০-৪২ শতাংশ ব্লকে ইতিমধ্যেই মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে।

উপরে পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই অনুভাব করতে পারবেন যে কিভাবে সিস্টেমেটিক্যালি বিনাযুদ্ধে জমি দখল চলছে। ইতিহাস সাক্ষী, ভারতের যে যে অংশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে গেছে, সেই সেই অংশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং হিন্দুরা আজ সচেতন না হলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হওয়া খালি সময়ের অপেক্ষা। তাই এই সময়টা আর বসে বসে নিজেদের বিনাশের দিন গোণার সময় নয়। যেকোনো মূল্যে রাজ্যে জনচরিত্রের ভারসাম্যকে সঠিক, জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। তারজন্য আমাদের প্রথম দাবী কঠোর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন। দুইয়ের বেশি সন্তান নেওয়া যাবে না। যারা এই আইন ভঙ্গ করবে, তাদের ভোটাধিকার সহ সব ধরণের সরকারি অনুদান এবং সুযোগ সুবিধা কেড়ে নিতে হবে। প্রয়োজনে আইন অমান্যকারীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থাও এই আইনের দ্বারা সুনিশ্চিত করতে হবে।

আমাদের দ্বিতীয় দাবী, দেশভাগের পর থেকে বাংলাদেশে ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে অত্যাচারিত হয়ে যে বাঙালি হিন্দুরা সেখান থেকে পালিয়ে ভারতে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, তারা শরণার্থী এবং তাদেরকে ভারতের নাগরিকত্ব দিতে হবে। কারণ তারা দেশ বিভাজনের বলি। আমরা, সারা ভারতের হিন্দুরা সবাই মিলে দেশ বিভাজন রোধ করতে পারিনি। এই দায়িত্ব শুধু ওপার বাংলার হিন্দুদের ছিল না, বরং আমাদের সকলের ছিল। ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করতে না পারার ব্যর্থতা আমাদের সকলের। সুতরাং দেশভাগের পরে যারা বিভাজন রেখার ওপারে থেকে গেল, তাদেরকে শিকারী হায়নার সামনে ছেড়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারি না। তাদের মর্যাদা সহকারে আপন করে নিতে হবে। আমরা সেদিন ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারিনি। সেই ব্যর্থতার দায় যেমন সবাইকে নিতে হবে, ঠিক তেমনভাবেই ভবিষ্যতে অখণ্ড ভারত নির্মাণের সংকল্প নিয়ে সবাই মিলে একসাথে লড়াই করতে হবে। যদি কোনোদিন আমরা আমাদের হারানো ভূমিখণ্ড উদ্ধার করতে পারি, তার সাফল্যও আমরা সবাই মিলে ভাগ করে নেবো। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গই হোক আমাদের ফেলে আসা জমি পুনরুদ্ধারের লড়াইরে বেসক্যাম্প।

আমাদের তৃতীয় দাবী, বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে এপারে আসা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে হবে এবং তাদের এদেশ থেকে তাড়াতে হবে। দেশভাগ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান। আর সেই পাকস্তানকে ভাগ করে হিন্দু বাঙালির বাসভূমি হিসাবে আমরা ছিনিয়ে নিয়েছিলাম এই পশ্চিমবঙ্গকে। সুতরাং ওপার থেকে চুপিসাড়ে এপারে এসে বাঙালি হিন্দুর মাটি, কৃষি, ব্যবসা, চাকরি--সবকিছুর উপরে ভাগ বসানোর সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা বাড়িয়ে হিন্দু বাঙালির এই শেষ আশ্রয়টুকু কেড়ে নিয়ে তাকে দ্বিতীয়বার উদ্বাস্তু বানানোর চক্রান্তকে যে কোনো মূল্যে ব্যর্থ করতে হবে। হিন্দু বাঙালির শেষ আশ্রয় পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হলে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের এখান থেকে তাড়াতে, হবে।

হিন্দু সংহতি এই তিনটি দাবীতে রাজ্যব্যাপী আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দলমত নির্বিশেষে রাজ্যের সকল হিন্দুকে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার এই আন্দোলনে যোগদান করার আহ্বান জানাই। বন্দে মাতরম্।

হিন্দু মা এবং নাবালিকা কন্যাকে লাগাতার ধর্ষণ, গ্রেপ্তার গৃহশিক্ষক সাবির আলী মণ্ডল

বাড়িতে পড়াতে আসতো মুসলিম শিক্ষক। আর তার ফলে যে এতবড়ো মূল্য দিতে হবে, তা মা-মেয়ে কেউই ভাবতে পারেননি। কারণ তার সেই মুসলিম গৃহশিক্ষকেরই হাতে লাগাতার ধর্ষণের শিকার হতে হয় মা ও মেয়েকে। এই জঘন্য ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার গোপালনগর থানার অন্তর্গত বৈরামপুরে। শেষ পর্যন্ত নির্যাতনের শিকার মা-মেয়ে অভিযোগ দায়ের করায় শিক্ষক সাবির আলী মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে গোপালনগর থানার পুলিস। জানা গিয়েছে, ওই শিক্ষক স্থানীয় বৈরামপুরে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। সে বেশ কয়েকমাস ধরে বাড়িতে পড়াতে আসতো। বাড়িতে মা-মেয়ের একা থাকার সুযোগ নিয়ে লাগাতার ধর্ষণ করে গিয়েছিল ওই শিক্ষক। এমনকি কাউকে জানালে প্রাণে মেরে দেবার হুমকি দিয়েছিলো ওই শিক্ষক। শেষমেশ পুলিসে অভিযোগ দায়ের করায় গ্রেপ্তার হয়েছে অভিযুক্ত। কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন ধর্ষণের শিকার মা-মেয়ে।

লাভ-জিহাদের ফাঁদে পড়ে মরতে হলো বারাসাতের হিন্দু নাবালিকা ঈষিকা মিত্রকে, গ্রেপ্তার আরিফ আলী

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বারাসাত থানার বিজয়নগর এলাকার হিন্দু নাবালিকা ঈষিকা মিত্র (১৪) -কে মরতে হলো। সে বারাসাতের প্রিয়নাথ গার্লসস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল। সে গত ১৯ জুলাই থেকে নিখোঁজ ছিল। গত ২০শে জুলাই শুক্রবার বিজয়নগর এলাকার একটি পুকুর থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিস। আর সেই ঘটনার তদন্তে নেমে গত ২৫শে জুলাই, বুধবার আরিফ আলী নামে এক মুসলিম যুবককে গ্রেপ্তার করলো পুলিস। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের বাড়ি বারাসাতের কাজীপাড়া এলাকায়। সে সাজিরহাটে একটি কারখানায় কাজ করে। গত কয়েকমাস ধরে ওই ছাত্রীর সঙ্গে আরিফের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। আরো জানা গিয়েছে ১৯শে জুলাই ঈষিকা বাড়ি থেকে টিউশন পড়তে যাবে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু বাড়ি না ফেরায় ঐদিন রাতে থানায় নিখোঁজ ডাইরি করে তার পরিবার। কিন্তু একদিন পর শুক্রবার তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এমনকি তার সহপাঠীরা জানিয়েছেন, আরিফের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর সে স্কুলে কম যেত। তাই আরিফকে জেরা করে মৃত্যুর কারণ জানতে চাইছে পুলিস। কারণ, সাইকেল নিয়ে টিউশন পড়তে গেলে মৃতদেহ উদ্ধার করার সময় তার স্কুলব্যাগ বা সাইকেল কোনোটিই পাওয়া যায়নি। তাছাড়া সে একদিন কোথায় ছিল এখনও পরিষ্কার নয়। তাই ঈষিকাকে খুন করে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন তার পরিবার ও প্রতিবেশীরা।

পুলিসকে ধাক্কা মেরে থানা থেকে পালাল ২ বাংলাদেশি

পুলিস হেফাজত থেকে দু'জন বাংলাদেশি পালিয়ে যাওয়ায় ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গত ২৭শে জুলাই, শুক্রবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে বিধাননগর কমিশনারেটের অন্তর্গত নেতাজি সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থানাতে (এনএসসিবি-আই)। সূত্রে খবর, এদিন ভোর পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে ঘটনাটি ঘটেছে। বিধাননগর কমিশনারেটের এক কর্তা জানান, ঘটনাটি সত্যি। দু'জনের সন্ধান শুরু হয়েছে। কীভাবে পালাল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গিয়েে ওই দু'জন মহিলা ভানজিলা (২০) এবং মাস্তুরা (২৬) বাংলাদেশের কুমিল্লার বাসিন্দা। গত ২৩ জুলাই অভিযুক্তরা কলকাতা বিমানবন্দর থেকে দিল্লি যাচ্ছিল। সিআইএসএফ-এর কাছে চেকিংয়ের সময় দু'জন নিজের পরিচয় পত্র হিসেবে প্রথমে বাংলদেশি পাসপোর্ট এবং পরে ভারতীয় জাল আধার কার্ড দেখায় তাতেই সন্দেহ হওয়াতে সিআইএসএফ ওই দুই বাংলাদেশিসহ দিল্লির নির্মল বিহারের বাসিন্দা তসলিমাকে আটক করে এনএসসিবিআই থানার হাতে তুলে দেয়। পুলিস অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলে। আদালত তিনজনকেই পুলিস হেফাজতে পাঠায়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রাথমিকভাবে পুলিস জানতে পারে, চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দুই বাংলাদেশিকে কলকাতায় আনা হয়েছিল। তরপরে এখান থেকে তসলিমা তাদের দিল্লি নিয়ে যাচ্ছিল। এদের সঙ্গে কোনও নারী পাচারের চক্র জড়িত রেয়েছে কি না, সেটি খতিয়ে দেখতে আরও তদন্ত করছিল এনএসসিবিআই।

পোস্তায় চার লাখ টাকার জালনোটসহ গ্রেপ্তার দুই ব্যক্তি

জাল নোট উদ্ধার হল খোদ কলকাতা শহরের বুকে। চার লক্ষ টাকার নকল নোট সহ দু'জনকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিসের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। ধৃতদের মধ্যে মোশারুল শেখ মালদহের বাসিন্দা, অন্যজন বিকাশকুমার চৌধুরী বিহারের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। গত ২৩শে জুলাই, সোমবার রাতে নোট আদানপ্রদানের সময় তাদের স্ট্র্যান্ড রোড লাগোয়া পোস্তা এলাকা থেকে ধরা হয়। বিহারে এই নোটগুলি পাঠানোর কথা ছিল বলে জানা গিয়েছে। উদ্ধার হওয়া সব নোটই দু'হাজার টাকার। ধৃত মাসারুলকে জেরা করে জানা যায়। এর অগেও সে একাধিকবার জাল নোট নিয়ে কলকাতায় এসেছে এবং এই করাবারে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে তা তুলে দিয়েছে। তবে সে বিরাট পরিমাণ জাল টাকা নিয়ে কখনও কলকাতা আসেনি। আসলে পুলিসি সন্দেহ এড়াতেই এই কৌশল নিয়েছিল সে। একেকবারে বড়জোড় পাঁচ থেকে ছ'লক্ষ টাকা নিয়ে এসেছে। মোসারুলের বক্তব্য, তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ভিনরাজ্যের কারবারিদের নিয়ন্ত্রণ করার ও তাদের কাছে জাল নোট পৌঁছে দেওয়ার। জানা যাচ্ছে, তার হাত ধরে বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় জাল নোট গিয়েছে। তার কাছ থেকে মালদহের বৈষ্ণবনগরে জাল নোট কারবারে জড়িত কয়েকজনের নাম জানা গিয়েছে। যাদের নিয়মিত বাংলাদেশে যাতায়াত রয়েছে। তারাই এই নোট নিয়ে আসছে মালদহে। তারপর তা এজেন্টদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ধৃতের দাবি, সম্প্রতি বাংলাদেশের জালনোটের কারবারিরা নতুন কয়েকটি জায়গায় জালনোট ছাপনোর কাজ শুরু করেছে। সেখানে অত্যাধুনিক মেশিন বসানো হয়েছে নকল নোট ছাপানোর জন্য। আসলে আগে যে সমস্ত জায়গায় এগুলি তৈরি করা হতো, সেখানে বারবার পুলিসি তল্লাসির ফলেই ডেরা বদল করতে বাধ্য হয়েছে এই জাল নোট কারবারে জড়িত ব্যক্তিরা। যদিও কারবার চালিয়ে যাচ্ছে।

লাভ জিহাদের শিকার ঝাড়গ্রামের তিতলি কর্মকার

লাভ জিহাদের শিকার হয়ে হিন্দু সমাজ থেকে হারিয়ে গেলো আর একটি হিন্দু তরুণী। মেয়েটির নাম তিতলি কর্মকার (নাম পরিবর্তিত) তার বাড়ি ঝাড়গ্রাম থানার অন্তর্গত সরডিহা গ্রামে। মেয়েটি আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফেরার পথে নিখোঁজ। মুসলিম ছেলেটির নাম, মীজানুর রহমান। তার বাড়ি মানিকপাড়া ঝাড়গ্রাম। ওখানে তার চশমার দোকান রয়েছে। মিজানুর কয়েকবছর আগে মুর্শিদাবাদ থেকে এসে ঝাড়গ্রামে দোকান করে থাকতে শুরু করে। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যায় যে মিজানুর বিবাহিত এবং বাড়িতে স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। জানা গিয়েছে, মিজানুর তিতলিকে হিন্দু নাম বলে প্রেমের জালে ফাঁসায়। পরে ওই ঘটনা বাড়িতে জানাজানি হলে তিতলিকে বাধা দেয় তার

পরিবারের লোকজনেরা। কিন্তু তিতলিকে পেতে মরিয়া মিজানুর ও তার বন্ধুরা নানাভাবে হুমকি দিতে থাকে তিতলির পরিবারকে। এমতাবস্থায় গত ২৫শে জুলাই, বুধবার আত্মীয় বাড়ি থেকে ফেরার পথে মিজানুর-এর বাড়ি চলে যায় মেয়েটি। স্থানীয় প্রতিবেশীর বক্তব্য পরিবারের সুরক্ষা বজায় রাখতেই তিতলি এরকম করেছে।

গোরু পাচার রুখতে গিয়ে আক্রান্ত বিএসএফ জওয়ানরা

গোরু পাচার রুখতে বিএসএফ কর্মীরা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় পুলিস এক মহিলা সহ চার জনকে গ্রেপ্তার করেছে। উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত হেমতাবাদ থানার বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কড়াইডাঙ্গি গ্রামে গত ২০শে জুলাই, শুক্রবার দুপুরে বিএসএফ কর্মীরা আক্রান্ত হন। এরপর বিএসএফের পক্ষ থেকে হেমতাবাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিস রাতেই চার জনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিস জানিয়েছে, ধৃতদের নাম ইয়াসিন আলি, আলিমুদ্দিন মহম্মদ, আব্দুল বারুই ও রুপসানা বেগাম। জানা গিয়েছে কড়াইডাঙ্গি এলকায় একটি বাড়িতে পাচারের জন্য গোরু রাখা আছে এই খবর পেয়ে শিমুলডাঙ্গি বিওপির বিএসএফ কর্মীরা সেখানে যান। সেই সময়েই কিছু মহিলা ও পুরুষ বিএসএফের ওপরে চড়াও হয়। এই ঘটনায় এক জন বিএসএফ কর্মী আহত হন। এরপর অভিযোগ দায়ের হলে পুলিস রাতেই চারজনকে গ্রেপ্তার করে।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী গ্রেপ্তার

গত ২১শে জুলাই, শনিবার গভীর রাতে বেলুড় ফ্লাইওভারের কাছে থেকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করার সময় এক বাংলাদেশি কিশোরকে আটক করেছে পুলিস। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, তার নাম শাহআলম ইসলাম বাবু। তার বাড়ি বাংলাদেশের রংপুরে। পুলিস জানিয়েছে, সে বাড়ি থেকে পালিয়ে চোরাপথে এদেশে আসে। তারপর এক পণ্যবাহী গাড়ির ছাদে চেপে বেলুড় পৌঁছায়। কাজের সন্ধানে সে এদেশে এসেছে বলে পুলিসকে জানিয়েছে। থাকার কোনও জায়গা না থাকায় সে বেলুড় ফ্লাইওভারের কাছে ছিল বলে পুলিসকে জানিয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, তাকে দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করা হচ্ছে।

মালদায় হিন্দু নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের চেষ্টা

এক হিন্দু নাবলিকাকে ধর্ষণ করে খুন করার চেষ্টার অভিযোগে এক মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করলো মালদা জেলার অন্তর্গত বৈষ্ণবনগর থানার পুলিস। ঘটনাটি গত ১৭ই জুলাই, মঙ্গলবার বৈষ্ণবনগরের হজরত টোলাতে ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই হিন্দু নাবালিকার বয়স মাত্র ১২ বছর। তাকে অভিযুক্ত মুসলিম যুবক শানু শেখ তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। পরে মেয়েটি ঘটনার কথা বাড়িতে জানালে স্থানীয় প্রভাবশালী মুসলিম নেতৃত্বের বাধা সত্ত্বেও মেয়েটির পরিবার পরদিন ১৮ই জুলাই বৈষ্ণবনগর থানায় যায় এবং অভিযোগ পেয়ে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গেই অভিযুক্ত শানু শেখকে গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে শানু শেখ পুলিস হেফাজতে রয়েছে। মেয়েটির মা ধর্ষণকারী মুসলিম যুবকের কঠিন শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

ক্যানিং-এ গ্রেপ্তার ৪ দুষ্কৃতি

পুরীর রথযাত্রার তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে ছিনতাই করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওড়িশা গিয়েছিলো তারা। কিন্তু ছিনতাই করে ফেরার পথে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং-এর তালদি বাসস্ট্যান্ডে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলো ৪ জন দুষ্কৃতি। গত ১৭ই জুলাই, মঙ্গলবার ভোরে এই ঘটনা ঘটে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৫টি সোনার হার, একটি সোনার লকেট, একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। ধৃত পাপ্পু শেখ, গড্ডু জেসওয়ারা, কুরবান আলি মনসুরি ও নয়ন চক্রবর্তীকে জেরা করে তদন্তকারী অফিসার জানতে পেরেছেন, সোনার হার সবই পুরীর তীর্থযাত্রীদের গলা থেকে ছিনতাই করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র রাখার আইন ছাড়াও ছিনতাইয়ের কেস রুজু করা হয়েছে।

নূতন উপায়ে মালদহের বাংলাদেশে সীমান্তে চলছে গোরু পাচার

মালদহে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে গোরুপাচারে কৌশল বদলাচ্ছে পাচারকারীরা। মহানন্দা নদীর স্রোতকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক ভাবে গোরু পাচারে সক্রিয় হয়ে উঠেছে পাচারকারীরা। সেই মতো সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে গোরু রাখারর জন্য জায়গা খুঁজছে পাচারকারীরা। সম্প্রতি সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে গোরুর পাচার রুখে দিতে স্থানীয় গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেছেন। পুলিস জানিয়েছে, ওই বৈঠকের খবর পাওয়ার পর সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে গোরু মজুত করার কৌশল বদলে জল মেপে এগোচ্ছে পাচারকারীরা।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে পাচারকারীদের আনাগোনা বেড়েছে। পাচারের আগে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির জলাশয় ভরা দুর্গম এলাকায় গোরু মজুত করার জন্য কৌশল নিয়েছে পাচারকারীরা। পাচারের আগের স্থানগুলি গোরু মজুত করা সীমান্তবর্তী গ্রাম থেকে অনেকটাই দূরে। এজন্য বেছে নেওয়া হয় একরের পর একর চাষের জমি, খাল, বিল ভরা এলাকা। কেননা ওই সব এলাকায় পুলিসি নজরদারি খুব কম থাকে এবং পুলিস সহজে অভিযানে যেতে পারে না। নদীতে জল বাড়লে সুযোগ বুঝে পাচারকারীরা সেগুলিকে পার করে দেয়। এ ব্যাপারে মালদহ থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি শান্তিলাল পাঁজা বলেন, গোরু পাচার নিয়ে আমাদের কড়া নজরদারি চলছে। এখন পর্যন্ত গোরু মজুত করা নিয়ে কোনও খবর নেই। সম্প্রতি গোরু পাচার রুখে দেওয়া নিয়ে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির কিছু এলাকায় ঘরোয়া মিটিং হয়েছে। এনিয়ে গ্রামবাসীরা তৎপর থাকায় গোরু পাচারকারীরা সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে গোরু মজুত করা নিয়ে সংশয়ে রয়েছে। ফলে তারা গোরু রাখার জায়গার জন্য দূর্গম এলাকার খোঁজ শুরু করেছে। প্রতিবছর বর্ষায় গোরু পাচার শুরু হয়ে যায়। এ নিয়ে পুলিশের অভিযান থাকলেও পাচারকারীরা বারবার কৌশল বদল করে।

মঙ্গলকোট আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেপ্তার পাচারকারী ফিরদৌস ও রাইহান

তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল মঙ্গলকোট থানার পুলিশ। মঙ্গলকোটের কাঁকোরা থেকে ধৃতদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের নাম ফিরদৌস শেখ ও রাইহান শেখ। জানা গিয়েছে, তারা কাঁকোরা গ্রামেরই বাসিন্দা। তিনটি পাইপগান ছাড়া তিন রাউন্ড গুলিও উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত ১৯শে জুলাই, বৃহস্পতিবার ধৃতদের কাটোয়া মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে ফিরেদৌসকে পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। রাইহানের জেল হেফাজত হয়েছে।

সূত্র মারফত মঙ্গলকোট থানার পুলিশ জানতে পারে, ফিরদৌস ও রাইহানের কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ মজুত রয়েছে। সেগুলি ওই দুই দুষ্কৃতি বিক্রি করার তালে ছিল বলে পুলিশ জানতে পারে। এর পরই ওই দু'জনের উপর নজরদারি শুরু করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে গ্রামের মধ্যে রাস্তার ধারে উদ্দেশ্যহীন ভাবে তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পুলিশ। তল্লাসি চালিয়ে পুলিশ ফিরদৌসের কাছ থেকে একটি একনলা পাইপগান ও তিন রাউন্ড গুলি পায়। অন্য দিকে রাইহানের কাছ থেকে আরও দু'টি পাইপগান উদ্ধার হয়। অবৈধ ভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অপরাধে তাদের গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বিক্রির কথা জানতে পারেন তদন্তকারীরা। তবে বিক্রির জন্য কোথায় অস্ত্রগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তার কোনও হদিশ মেলেনি। সে বিষয়ে মুখ খোলেনি দু'জনের কেউ। পুলিশের অনুমান, কোনও অস্ত্র পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে ফিরদৌস ও রাইহান। অস্ত্র কেনাবেচা করাই তাদের মূল পেশা। চরম সতর্কতার সঙ্গেই এই কাজ করে এসেছে তারা। তাই এর আগে অপরাধের সঙ্গে তাদের নাম জড়ায়নি। ভিন জেলা থেকে অস্ত্র কিনে এনে তারা বিক্রি করত। সেই সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অস্ত্র পাচারও করত। কাঁকোরা গ্রামেও ধৃতদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে আরও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হতে পারে বলে পুলিশের অনুমান।

দমদমে ফাঁড়িতে ঢুকে পুলিস অফিসারকে মারধর,গ্রেপ্তার ২ মুসলিম যুবক

ফাঁড়িতে ঢুকে অফিসার-ইনচার্জকে মারধোরের অভিযোগ উঠল এক ছাত্র ও তার দাদার বিরুদ্ধে। দমদম থানার অধীনে থাকা ঘুঘুডাঙা ফাঁড়িতে গত ১৭ই জুলাই, মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনায় সাদ্দাম হোসেন ও তার দাদা ওয়াসিম আক্রমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আহত অফিসার শিবচরণ মণ্ডলের চিকিৎসা করাতে হয়। তাঁর চোখের নীচে ও মাথায় আঘাত লেগেছে।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মাস দুয়েক আগে ছাত্রদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচণ্ড গণ্ডগোল হয়। ঘটনায় দু'পক্ষই পুলিসে অভিযোগ দায়ের করে। এরপর দফায়-দফায় দু'পক্ষকেই থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সাদ্দাম হোসেনকে আগেও একবার ডেকে জেরা করা হয়েছিল। সেসময়ও তার সঙ্গে ছিল তারা দাদা ওয়াসিম আক্রম। সাদ্দামের দাদা নিজেকে সেসময় পুলিসের বড় কর্তা বলে পরিচয় দিয়েছিল বলে পুলিস সূত্রের দাবি। এদিন ফের তাদের ডেকে পাঠানো হয়। জিজ্ঞাসাবাদ চলার সময় অফিসার-ইনচার্যের সন্দেহ হয় তারা ফোনে ঘটনাটি রেকর্ড করছে। এ নিয়ে বচসা শুরু হয়। তখনই ওয়াসিম আক্রম ওই অফিসার-ইনচার্জকে চোখের নিচে ঘুঁসি মারে বলে অভিযোগ। এরপর দু'জনেই মারধোর করে। তারপর তারা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আহত অফিসার শিবচরণ বাবু চিৎকার করলে দুষ্কৃতিদের পিছনে পুলিস কর্মীরা ছুটতে থাকেন। তবে তারা বেশিদূর পালাতে পারেনি। স্থানীয়দের সহায়তায় তাদেরকে ধরে ফেলে পুলিস। এই ঘটনায় ওই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ফাঁড়িতে বেশি সংখ্যক পুলিস না থাকায় তারা মারধোর করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। যদিও পরে তাদের ধাওয়া করে ধরা হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, সাদ্দামের দাদা ওয়াসিম আক্রম কোন পুলিশ আধিকারিক নয়। মিথ্যা পরিচয় দিয়ে সে তার অভিযুক্ত ভাইকে বাঁচাতে এসেছিল। কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গণ্ডগোলে অন্যতম অভিযুক্ত ছিল সাদ্দাম।

মালদহের কালিয়াচকে ২০০ টি বলবোমা উদ্ধার

মালদহের কালিয়াচকের সাইনাপুরে বোমাবাজির তদন্ত করতে গিয়ে পুলিস গত ১৮ই জুলাই, বুধবার বলবোমা বাজেয়াপ্ত করেছে। এলাকায় প্রায় ২০০টি বলবোমা উদ্ধার হয়েছে। সাইনাপুরে বোমাবাজি ও বোমা বাঁধার চেষ্টায় মৃত ও জখমদের দেখে আগেই সেখানে বোমা ব্যবহারের ইঙ্গিত মিলেছিল। বলবোমা উদ্ধার হওয়ার পরে তা নিয়ে পুলিস যেমন নিশ্চিত হয়েছে, তেমনি ২০১৬ সালে মালদহেরই কালিয়াচক-৩ ব্লকের ঘেরা ভগবানপুরের বলবোমা বিস্ফোরণে ছ'জনের মৃত্যুর স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে। মৃতদের মধ্যে দু'জন সিআইডি কর্মীও ছিলেন। ঘেরা ভগবানপুরে বলবোমা তৈরি করতে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, সালফার সহ একাধিক বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল। এক্ষেত্রেও বাজেয়াপ্ত বোমার মশলা পুলিস খতিয়ে দেখছে। এদিকে বোমাবাজি ও সাইলাপুরের বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে মালদহের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্রের পার্কিংলট নিয়ে বিবাদের যোগ নেই বলে পুলিস বুধবার দাবি করেছে। যদিও ওয়াকিবহাল মহল থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে পার্কিং নিয়ে বিবাদই মুখ্য বলে জানা গিয়েছে। বোমাবাজি ও বোমা বাঁধতে গিয়ে মৃতদের ও জখমদের পরিচয়ও সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন পার্কিং পরিচালনার জন্য পরিচিত অনেকেরই ফোন সুইচড অফ বা ডাইভার্ট করা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। মালদহের পুলিস সুপার অর্ণব ঘোষ বলেন, বোমা বিস্ফোরণের জায়গা থেকে প্রায় ২০০টি বোমা পাওয়া গিয়েছে। কেন বোমা বাঁধা হচ্ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আমরা কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছি। তবে গোটা ঘটনার সঙ্গে পার্কিং বিবাদের কোনও যোগ নেই।

চার্জশিট দিতে ব্যর্থ সিআইডি, জামিন পেলেন ভাগাড়-কাণ্ডের ২ অভিযুক্ত

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিআইডি চার্জশিট দিতে না পারায় জামিন পেয়ে গেলেন ভাগাড়-কাণ্ডে প্রথম গ্রেপ্তার হওয়া দুই অভিযুক্ত ভিকি সাইমন ও রাজা মল্লিক। গত ১৯ জুলাই, বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতের এসিজেএম (বেঞ্চ) সম্রাট রায় শর্তসাপেক্ষ জামিন মঞ্জুর করেন। জামিন পাওয়া রাজা বজবজে পুরসভার অস্থায়ী কর্মী এবং ভিকি পুরসভার গাড়িচালক। আদালতে তাঁদের আইনজীবীরা জামিনের আবেদন করলে সিআইডি-র বিশেষ সরকারি কৌসুলি নবকুমার ঘোষ শর্ত আরোপের কথা বলেন। সেই মতো ২০ হাজার টাকা বন্ড এবং তদন্তে সহযোগিতার শর্তে জামিন মঞ্জুর হয় ধৃতদের। বজবজের ভাগাড় থেকে মরা পশু পাচার করতে গিয়ে তিন মাস আগে গ্রেপ্তার হন পর পর পাঁচ জন। প্রকাশ্যে আসে কীভাবে খাবারের দোকানে দেদার বিক্রি হচ্চে সেই পচা মাংস। তদন্তে দেখা যায় রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এই পাচার-চক্র। জেলা পুলিশের হাত থেকে তদন্তভার দেওয়া হয় সিআইডিকে। মাংসের নমুনা ফরেন্সিক পরীক্ষায় পাঠানো হয়। সেই রিপোর্ট না মেলায় নব্বই দিনের মাথাতেও চার্জশিট দিতে পারল না তদন্তকারী সংস্থা। দু'জনের জামিন পাওয়ার ঘটনায় সিআইডি-র ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে বিভিন্ন মহল। রাজ্য জুড়ে তোলপাড় তোলা এমন ঘটনায় নব্বই দিন সময় পেয়েও কেন প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে পারল না তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন অনেক আইনজীবীও। তাঁরা বলছেন আইনানুযায়ী প্রাথমিক রিপোর্ট দিয়ে পরে ফাইনাল রিপোর্ট দিতে পারত সিআইডি। সিআইডি-র আইনজীবী অবশ্য কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

দেশ-বিদেশের খবর

পুণেতে মৌলবির যৌন লালসার শিকার মাদ্রাসার ৩৬ মুসলিম নাবালিকা, মৌলবি সাবের ফারুকী গ্রেপ্তার

ফের যৌন নির্যাতনের ঘটনা মাদ্রাসায়। মৌলবির বিকৃত লালসার শিকার ৩৬ নাবালিকা। পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার করা হয়েছে ওই নাবালিকা পড়ুয়াদের। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত মৌলবিকে। এই ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে মাদ্রাসা পড়ুয়াদের নিরাপত্তা। ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের পুণে শহরে কাটরাজ এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২৭শে জুলাই, শুক্রবার মাদ্রাসা থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩৬ জন নাবালিকা পড়ুয়াকে। ওই মাদ্রাসায় ৫ থেকে ১৪ বছরের মুসলিম নাবালিকাদের ইসলামিক শিক্ষা দান করা হয়। অভিযোগ, বেশ কিছু দিন ধরেই পড়ুয়াদের উপর যৌন নির্যাতন চালাচ্ছিল মাদ্রাসার শিক্ষক মৌলানা সাবের ফারুকি। একাধিক নাবালিকা পড়ুয়াকে ধর্ষণও করেছে সে। বিষয়টি প্রথম সামনে আনে জানুয়ারি মাসে এক পড়ুয়ার অভিভাবক। তারপরই তৎপর হয় পুলিশ। অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্ত মৌলানাকে। পাশাপাশি উদ্ধার করা হয় ৩৬ জন নাবালিকা পড়ুয়াকে। এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন পুনে পুলিসের এসআই মিলিন্দ গায়কোয়াড়।

মহারাষ্ট্রের মাদ্রাসাগুলিতে এমন ঘটনা এই প্রথম নয়। এরা আগে নানদের এলাকার একটি মাদ্রাসাতেও এইরকম যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে উত্তরপ্রদেশে লখনউ শহরের এমন এক ঘটনা ঘটে। একটি মাদ্রাসা থেকে উদ্ধার করা হয় ৫১ জন ছাত্রীকে। তাদের উপর যৌন নির্যাতন চালাত ওই মাদ্রাসার প্রধান। দিনের পরে দিন নিগ্রহ সহ্য করতে হত ওই পড়ুয়াদের। যৌন অত্যাচার তো চলত, বেধড়ক মারধোরও করা হতো। জোর করে এভাবেই মাদ্রাসায় আটকে রাখা হতো তাদের। উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রে ধর্মের নামে উন্মাদনা ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে একাধিক মাদ্রাসার বিরুদ্ধে। এবার একের পর এক যৌন নির্যাতনের ঘটনায় মাদ্রাসাগুলিতে নিরাপত্তা ও শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে ফের উঠে আসছে একাধিক প্রশ্ন।

ভুল তথ্য দেবার কারণে বাতিল হতে পারে সাদিয়া আনাসের পাসপোর্ট

পাসপোর্টের আবেদনে দেওয়া তথ্য খতিয়ে দেখার সময় আধিকারিক ধর্মীয় বিভেদমূলক উক্তি করেছেন বলে অভিযোগ করেছিলেন লখনউয়ের দম্পতি, তাঁদের পাসপোর্ট সম্ভবত বাতিল হতে চলেছে। গত ২৭শে জুন বুধবার লখনউ পুলিস সূত্রে তেমনটাই জানা গিয়েছে। লখনউ পুলিসের দাবি, পাসপোর্টের আবেদনে অসত্য বিবৃতি দিয়েছেন তনভি শেঠ নামে ওই মহিলা। লখনউ পাসপোর্ট অফিসের ওই ঘটনা নিয়ে গত সপ্তাহে দেশজুড়ে শোরগোল পড়ে। তনভি শেঠ নামে এক মহিলা বিদেশ মন্ত্রককে অভিযোগ করেন, তাঁর পাসপোর্টের আবেদনের তথ্য খতিয়ে দেখার সময় আধিকারিক প্রশ্ন করেন, কেন মুসলিম যুবককে বিয়ে করলেও নাম পরিবর্তন করেন নি তিনি? এমনকী ভিনধর্মে বিয়ে করে তিনি ঠিক করেননি বলেও মন্তব্য করেন বিকাশ মিশ্র নামে ওই আধিকারিক। যদিও যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে অভিযুক্ত আধিকারিক জানান, নিকাহনামায় ওই মহিলার নাম ছিল সাদিয়া আনাস। যিনি আনাস সিদ্দিকি নামে এক ব্যক্তির স্ত্রী। কিন্তু সাদিয়া আনাস ও তনভি শেঠ যে একই ব্যক্তি তা প্রমাণ করতে পারেননি ওই মহিলা। যদিও বিতর্কের মুখে রাতারাতি বদলি করা হয় বিকাশ মিশ্রকে। দম্পতির হাতে রাতারাতি পাসপোর্ট তুলে দেয় বিদেশ মন্ত্রক। এরই মধ্যে পাসপোর্টের আবেদনে তনভির দেওয়া তথ্যগুলি খতিয়ে দেখতে ময়দানে নামে লখনউ পুলিস। তদন্তে জানা যায়, গত ১ বছর তনভি লখনউতে ছিলেন এমন কোনও প্রামাণ্য নথি মেলেনি। অথচ পাসপোর্টের আবেদনপত্রে এই মর্মে স্বীকারোক্তি করেছিলেন তিনি। তাছাড় নয়ডার কর্মরত ওই মহিলা সেখানে যে ঠিকানায় ভাড়া থাকেন তাও সম্পূর্ণ গোপন করেছেন তিনি। ইতিমধ্যে এই রিপোর্ট বিদেশমন্ত্রককে পাঠিয়ে দিয়েছে লখনউ পুলিস। লখনউয়ের আঞ্চলিক পাসপোর্ট আধিকারিক জানিয়েছেন এ-ব্যাপারে তনভিরের বক্তব্য জানতে চেয়ে নোটিস পাঠানো হবে। ৩ দিনের মধ্যে বক্তব্য জানাতে হবে তাঁকে। তারপর তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে। বাতিল হতে পারে তনভির-এর স্বামী আনাস সিদ্দিকির পাসপোর্টও। সঙ্গে পাসপোর্ট আধিকারিকদের বিভ্রান্ত করার জন্য দিতে হতে পারে ৫০০ টাকা জরিমানা।

শরিয়া কোর্ট খুলতে বাধা দেওয়ায় দেশভাগের দাবি কাশ্মীরের মৌলবীর

আবার দেশভাগের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে ভারতবর্ষে। এমনকি ভারতীয় মুসলমানদের একাংশ সেই দাবিও জানাতে শুরু করে দিয়েছেন। কারণ গত ৯ই জুলাই জম্মু-কাশ্মীরের মৌলবী তথা ডেপুটি গ্রান্ড মুফতি নাসির উল ইসলাম মন্তব্য করেছেন, ''যদি শরিয়ত আদালত স্থাপন করতে না দেওয়া হয়, তাহলে তাদের আলাদ দেশ দিয়ে দিন। স্বাভাবিকভাবেই এই মন্তব্য নিয়ে চূড়ান্ত বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল র বোর্ডের দেশের প্রতিটি জেলায় শরিয়ত আদালত স্থাপনের প্রস্তাবকে কেন্দ্র ইতিমধ্যেই খারিজ করে দিয়েছে। কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপিও এই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে। এরপরেই নাসির উল ইসলাম এই মন্তব্য করেন। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন ''শরিয়ত আদালত খোলার প্রস্তাবে বিজেপির বিরোধিতার অর্থ দাঁড়ালো, মুসলিমরা ভারতে থাকুক, এটা চায় না বিজেপি। এক্ষেত্রে আমাদের আর্জি হলো মুসলিমদের জন্যে আলাদা দেশ দিয়ে দিন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে নাসির উল ইসলাম এর আগেও দেশ বিরোধী মন্তব্য করেছেন। কিন্তু দুর্বল আইন, সংবিধান এবং বাকস্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে বার বার তিনি ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন এবং ভারত বিরোধিতা চালিয়ে যাচ্ছেন।

গোধরাকাণ্ডের অপরাধীর যাবজ্জীবন সাজা

গোধরাকাণ্ডে আরও দুই অভিযুক্তকে যাবজ্জীবনের সাজা শোনাল বিশেষ সিট আদালত। তারা হল ফারুক ভানা ও ইমরান শেরু। গত ২৭শে আগস্ট, সোমবার এই রায় শুনিয়েছেন বিশেষ বিচারক এইচ সি ভোরা। সবরমতী এক্সপ্রেসের দু'টি কামরায় আগুন লাগানোর ঘটনায় তাদের ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হওয়ায় এই সাজা। তবে, সংশ্লিষ্ট মামালায় আরও তিন অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করেছে আদালত। তারা হল, হুসেন সুলেমান মোহন, কাসাম ভামেডি ও ফারুক ধানতিয়া। ২০১৫-১৬ সালে অভিযুক্ত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সবরমতী কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বিশেষ কোর্ট স্থাপন করে তাদের বিচার চলছিল। এদিনের এই রায়ের পর গোধরা হত্যাকাণ্ড মামলায় সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীর সংখ্যা বেড়ে হল ৩৩।

ঈদের নামাজের পরেই উত্তপ্ত হয়ে উঠলো জম্মু-কাশ্মীর, উড়লো ইসলামিক স্টেট এবং পাকিস্তানের পতাকা

২২শে আগস্ট, বুধবার জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় ঈদের নামাজের পরেই মুসলিম যুবকেরা সেনা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। সেনাকে লক্ষ্য করে সবথেকে বেশি পাথর ছোঁড়া হয় শ্রীনগর, পুলওয়ামা এবং কুলগাম এলাকায়। পুলিশ পাথরবাজ যুবকদেরকে হঠাতে কাঁদনে গ্যাস এবং ছররা গুলি ছোঁড়ে। তাতে অনেক যুবক আহত হয়। এমনকি শ্রীনগরের যুবকেরা মুখে কাপড় বেঁধে পাকিস্তানের পতাকা তুলে ধরেছিল। এমনকি বেশ কয়েজন যুবকের হাতে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া জিহাদি সংগঠন ইসলামিক স্টেটের পতাকা দেখা যায়। তবে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা এই ঘটনাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। যুবকদের পাথরের আঘাতে কয়েকজন জওয়ান জখম হন। জওয়ানরা দ্রুত পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে।

দেশজুড়ে নিকা-হালালাতে বাধ্য করা হচ্ছে মুসলিম মহিলাদের

তিন তালাকের মতো 'ঘৃণ্য' প্রথার বিরুদ্ধে একদিকে যেমন সরব হয়েছেন মুসলিম মহিলাদের একাংশ, তেমনই অন্যদিকে কেন্দ্রও তিন তালাকের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এক সর্ব ভারতীয় টিভি চ্যানেলের গোপন ক্যামেরায় ধরা পড়ে গেল মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর অন্ধকারতম দিকটি। রিপোর্ট মোতাবেক, মুসলিম মহিলারা বিয়ে বাঁচাতে মৌলবিদের সঙ্গে রাত্রিযাপনে বাধ্য হন। শুধু তাই নয়, মৌলবিদের লক্ষ লক্ষ টাকাও দিতে বাধ্য হন তাঁরা। কী ধরা পড়েছে ওই স্টিং অপারেশনে? সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেলটির রিপোর্ট বলছে, স্বামী তালাক দিয়েছেন এমন মুসলিম মহিলারা যদি ফের ওই ব্যক্তিকেই বিয়ে করতে চান তাহলে তাদের অন্য একটি বিয়ে করে ডিভোর্স নিতে হয়। এক্ষেত্রে মৌলবিদের চাহিদা মারাত্মক। ওই মৌলবিকে বিয়ে করে, রাত্রিযাপন করে, কয়েক লক্ষ টাকা বিনিময়ে ডিভোর্স নেন মুসলিম মহিলারা। যাতে পুরোনো স্বামীকেই ফের বিয়ে করতে পারেন। এরকম বিতর্কিত আইনকে মুসলিম পার্সোনাল ল 'নিকাহ হালাল' বলে উল্লেখ করে। স্বামী তালাক দিয়েছেন এমন মুসলিম মহিলারা যদি ফের ওই ব্যক্তিকেই বিয়ে করতে চান তাহলে মৌলবিদের সঙ্গে রাত্রিযাপনে কোনও 'দোষ' দেখে না মুসলিম ল' বোর্ডে। এক্ষেত্রে মৌলবিরাও এক রাত্রি কাটানো ও 'তালাক' দেওয়ার জন্য ইচ্ছামতো দাম হাঁকেন। ২৫ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদে চান মৌলবিরা। মুসলিম মহিলারাও স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য ওই টাকা দিতে কার্যত বাধ্য হন। স্ট্রিং অপারেশনে এরকমই এক মৌলবি স্বীকার করেছেন, তিনি তাঁর স্ত্রীকে না জানিয়েই দিব্যি 'নিকাহ হালাল' প্রথা চালিয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ মৌলবির স্ত্রীও জানতে পারেন না যে তাঁর স্বামী অর্থের বিনিময়ে কোনও ডিভোর্সি মুসলিম মহিলার সঙ্গে রাত্রিযাপন করছেন।

আল-শাবারের আক্রমণ মালিতে, মৃত ১২ নাগরিক

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরপূর্ব মালিতে ফের জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ১২ জন সাধারণ নাগরিক। গত কয়েক মাসে এই নিয়ে একাধিকবার হামলা হয়েছে। নিহত হয়েছেন শতাধিক। গত ১৬ই জুলাই মালি-নিগের সীমান্তের ইনজাগালেন কয়েকজন সশস্ত্র জঙ্গি হামলা চালায়। তারা এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। গাড়িতেও আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘটনাস্থলেই ১২ জন প্রাণ হারান। এই ঘটনার দায় কোনো জিহাদি সংগঠন স্বীকার না করলেও, নিরাপত্তা আধিকারিকরা মনে করছেন আফ্রিকা মহাদেশের আল-কায়েদার শাখা আল-শাবাব এই ঘটনা ঘটিয়েছে। কারণ আল-শাবাব মালিতে যথেষ্ট সক্রিয় এবং একাধিক হামলার মাধ্যমে অন্যধর্মের মানুষদের হত্যা করে থাকে।

কার্গিল বিজয় দিবসে আসামের হাইলাকান্দিতে ১৮০ ফুট লম্বা জাতীয় পতাকা দিয়ে মিছিল হিন্দু সংহতির

গত ২৬শে জুলাই আসামের হাইলাকান্দিতে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে হওয়া কার্গিল যুদ্ধে শহীদ হওয়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৫৫৯ জন জওয়ানকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলো হিন্দু সংহতির কয়েকশো সদস্য-সদস্যারা। ঐদিন বিকেলে হাইলাকান্দির জাতীয় শহীদ প্রাঙ্গণে হিন্দু সংহতির কর্মী ও সদস্যরা জড়ো হন। তারপর উপস্থিত সদস্যদের সামনে কার্গিল যুদ্ধের ইতিহাস এবং ভারতীয় সেনা জওয়ানদের বলিদান নিয়ে বক্তব্য রাখেন হাইলাকান্দির সভাপতি পাপু আচার্য, সহ-সভাপতি বিক্রম দেবনাথ, সম্পাদক জে মালাকার এবং হিন্দু সংহতির বরাক উপত্যকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পান্তু চন্দ্র এবং হিন্দু সংহতির উপদেষ্টা আইনজীবী গৌতম ঘোষ। তারপর হিন্দু সংহতির কর্মীরা ১৮০ ফুট লম্বা তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা মাথার ওপর নিয়ে পুরো হাইলাকান্দি শহর পরিক্রমা করে এবং হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে দেশের সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানায়।

হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

বাংলার একমাত্র জাতীয়তাবাদী মুখপত্র

পশ্চিমবঙ্গের মাটির খবর জানতে হলে

পড়তে হয়। পড়তেই হয়।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

বাংলাদেশের কোটালীপাড়ায় উল্টোরথে হামলা মুসলিমদের

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উল্টো রথযাত্রার অনুষ্ঠানে হামলা ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। গত ২১শে জুলাই শনিবার রাত ৯টার দিকে কোটালীপাড়া উপজেলার তারাশী গ্রামে রথযাত্রার অনুষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় রথযাত্রা উৎযাপন কমিটির সভাপতি গৌরাঙ্গলাল সাহা কোটালীপাড়া থানায় শনিবার গভীর রাতে ৯ জনের নাম উল্লেখ করে ও ১০/১৫ জনকে অজ্ঞাত আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেছেন। ইতিমধ্যেই হামলাকারী হালিম শেখ (৪১) ও হাজী লিয়াক আলীকে (৫৮) রাতেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে। জেলা প্রশাসন পুলিশের পদস্থ কর্মকর্তারা ঘঠনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে পরের দিন অর্থাৎ ২২শে জুলাই রবিবার সকাল থেকে কোটালীপাড়া উপজেলা সদরের বড় বাজার ঘাঘরের হিন্দুধর্মাবলম্বীরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে এ ঘটনার বিচার দাবি করেন। পরে উপজেলা চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান হাওলাদার উপযুক্ত বিচারের আশ্বাস দিলে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে দেন।

পুলিসে করা অভিযোগে বলা হয়েছে, উল্টোরথ উপলক্ষে শনিবার রাতে তারাশী গ্রামে ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছিলো। সেখানে আশেপাশের গ্রামের হিন্দুরা উপস্থিত ছিলেন। রাত ৯টার দিকে মামুন শেখ (২২), মাসুদ শেখ (৫৫), হালিম শেখ (৪১), হারুন শেখ (৫০), হেমায়েক শেখ (৪৫), পারভেজ হোসেন (৪৮), ওহাব শেখ (৩৮), হাজী লিয়াকত আলী (৫৮) ও মোহিন শেখ (৩০) সহ আরো অজ্ঞাত ১০/১৫ জন লাঠিসোটা নিয়ে অতর্কিতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রবেশ করে ভক্ত নারায়ণ দাম, শর্মী মণ্ডল, দিপালী মণ্ডল, মিতু মণ্ডল, শুভ সাহা, সীমান্ত বালাকে মারধোর করে। এছাড়া মামুন শেখ ভক্ত দিপালী মণ্ডলের বাম হাতে থাকা ৯ ভরি ওজনের সোনার চুড়ি কেড়ে নেয়। হামলাকারীরার ৫টি চেয়ার ভাঙচুর করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে পণ্ড করে দেয়। এমনকি ওই মুসলিম দুষ্কৃতিরা হিন্দুধর্ম তুলে অকথ্যভাষায় গালিগালাজ করে।

ঠাকুরগাঁয়ের শ্মশানে হিন্দুদের সৎকারে বাধা

বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁয়ের হরিপুর উপজেলার গেদুরা ইউনিয়নের হাটপুকুর গ্রামে শ্মশানঘাটে মৃতদেহ সৎকারে বাধাসহ সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়কে হামলাসহ বিভিন্ন হুমকি দিয়ে শ্মশানের অধিকাংশ জমি গ্রাস করে ফেলায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় সৎকারে বাধা দেওয়ার অপরাধে আবুহুর নামে এক ব্যক্তিকে পুলিস গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার হওয়া আবুহুর হরিপুর উপজেলার হাটপুকুর গ্রামের মৃত আব্দুল মোতলেবের ছেলে। পুলিশকে ঐ এলাকাবাসী জানায়, জেলার হরিপুর উপজেলার গেদুরা ইউনিয়নের রাজাদীঘি গ্রামের বিলখা বর্মন গত ৮ই জুলাই রবিবার মারা যায়। পরিবারের লোকজন পরের দিন ৯ জুলাই, সোমবার দুপুর ১টায় তার লাশ নিয়ে সৎকারের জন্য নিয়ে যায় হাটপুকুর শ্মশানঘাটে। এ সময় আবুহুর নামে এক ব্যক্তি ওই শ্মশানঘাটে লাশ সৎকারে বাধা দেয়। এমনকি মৃতদেহ সৎকারের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পরও মৃতদেহটি নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করে। এসময় লাশের লোকজন ও আবুহুররের লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে রমেন ও সোমেন আহত হয়। হরিপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মোতালেব হোসেনের ছেলে অবুহুরকে তাৎক্ষণিক গ্রেফতার করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। হাটপুকুর শ্মশানঘাটের সাধারণ সম্পাদক বিদেশী রায় জানান, এই শ্মশানঘাটে মোট ২.২৭ একর জমি ছিল। আমাদের বাপ-দাদারা আমাদের জন্মের পূর্ব থেকে এখানেই লাশ সৎকার করে আসছে। গত ২-৩ বছর থেকে এই ভূমিদস্যুরা আমাদের উপর হামলাসহ বিভিন্ন হুমকি দিয়ে অধিকাংশ জমি গ্রাস করে ফেলেছে। এদিকে এ বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসার এম জে আরিফ বেগকে জানানো হলে তিনি পুলিশ ও গ্রাম পুলিশ পাঠায় উক্ত ঘটনাটা নিয়ন্ত্রণের জন্য। মৃতের লোকজন পুলিশের উপস্থিতিতে লাশ সৎকারের কাজ শুরু করলে আবুহুর তার লোকজন আবারও সৎকারে বাধা দেয়। এতে উভয়পক্ষের মাঝে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। সংঘর্ষে মৃত ব্যক্তির দুই ছেলে রমেন সমেন গুরুতরভাবে আহত হয়। হরিপুর থানার ওসি রুহুল কুদ্দুস জানায় খবর পেয়ে পুলিশ লাশ সৎকারে বাধাদানকারী আবুহুরকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। সৎকারে বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এম জে আরিফ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

কক্সবাজারে মাছ চুরির মিথ্যে অভিযোগে হিন্দুকে নির্যাতন, গ্রেপ্তার ৫ মুসলিম

বাংলাদেশের কক্সবাজারের পেকুয়ায় মাছ চুরির মিথ্যা অভিযোগ তুলে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ৭ জেলেকে আটকে রেখে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন চালিয়েছে। মাথাও ন্যাড়া করে হিন্দু-ধর্মবিরোধী বক্তব্য বলতে বাধ্য করে স্থানীয় একদল মুসলিম। গত ২৪শে আগস্ট, শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার রাজাখালী ইউনিয়নের বদিউদিন পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নির্যাতিত জেলেরা হলেন, চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ধলঘাট ইউনিয়নের জেলে এলাকার যতীন্দ্র দাসের ছেলে লেদু মিয়া সর্দার, একই এলাকার মনাত সর্দারের ছেলে গোপাল সর্দার, লিটন সর্দার, দিলিপ সর্দার, বাবুল সর্দারের ছেলে লিটন, মৃত বরদ্দারের ছেলে অরুণ সর্দার ও বোয়ালখালী উপজেলার গৌর নন্দী এলাকার হাসির ছেলে দুলাল। এদিকে এসব নির্যাতন সহ ধর্ম অবমাননাকর বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে সমালোচনার ব্যাপক ঝড় উঠে উপজেলা জুড়ে। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের এসব জেলেদের এমন নির্যাতনের ক্ষোভ জানিয়েছেন স্থানীয় সচেতন মহল। কিন্তু নির্যাতনের খবর চাউর সহ ভিডিও প্রকাশ হলেও এব্যাপারে দৃশ্যত কোন ব্যবস্থা নেয়নি স্থানীয় প্রশাসন। কিন্তু পরে পুলিস স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা দায়ের করে এবং অভিযুক্তদের মধ্যে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে। নির্যাতনের শিকার এক জেলে (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বলেন ২৪ আগস্ট (শুক্রবার) আমরা পেকুয়ার মিয়া বাড়ির পুকুরে মাছ ধরতে যাই। পুকুরটির তত্ত্বাবধায়ক বদু মেম্বারই আমাদের মজুরিভিত্তিতে নিয়ে গিয়েছিলো। পুকুরে মাছ ধার শেষ করে ফেরার পথে বদু মেম্বারের নির্দেশে মাছ চুরির অভিযোগ এনে আমাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়। আমাদের মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয়। নিজ ধর্মের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করতে বাধ্য করা হয়। আমরা অসহায় জেলে। বাধ্য হয়ে এইসব অত্যাচার তাই মুখ বুঁজে সহ্য করা ছাড়া উপায় ছিল না। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে তাদের উদ্ধার করে।

বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা বাড়ছে ঃ সংসদে দাবি করলেন সুষমা স্বরাজ

বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা কমছে, এই ধারণা ভুল। আদতে, গত ছ'বছরে বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা দু'শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য-পরিসংখ্যান উল্লেখ করেই রাজ্যসভায় এ কথা জানালেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। একটি প্রশ্নের লিখিত জবাবে সুষমা জানান পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের দুর্গতির বিষয়গুলি বিভিন্ন সময় দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় তুলে ধরেছে ভারত। সেগুলির যথাযথ সমাধানের চেষ্টা করেছে। সুষমা স্বরাজের বক্তব্য, 'বাংলাদেশ ব্যুরোর রিপোর্ট বলছে, ২০১১ সালে সেখান হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ৮.৪ শতাংশ, যা ২০১৭-তে বেড়ে হয়েছে ১০.৭ শতাংশ। বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা চলে আসছেন এবং সেখানে হিন্দুদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, এই ধারণাটা পুরোপুরি ভুল। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর একের পর এক আক্রমণের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। সেই আক্রমণগুলি যথেষ্ট চিন্তার, তা স্বীকার করে নিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর আশ্বাস, বাংলাদেশ সরকার এই হামলা রুখতে সব রকম ব্যবস্থা নিচ্ছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, পাকিস্তান, আফগানিস্তানেও সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের ঘটনা স্বীকার করে নিয়েছেন। সুষমার কথায়, 'এই ঘটনাগুলি সরকারের কাছে যথেষ্ট দুশ্চিন্তার। কিন্তু এ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ভারতের উদ্বেগ-বার্তা বিভিন্ন সময় সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। 'সুষমার আশ্বাস, বাংলাদেশ প্রশাসন হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর হামলার এই ঘটনাকে গুরুত্ব সহকারে দেখছে। তারা এ ব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবেড়িয়ার ঘটনা উল্লেখ করে সুষমা জানান, এই হামলার ঘটনায় ৬৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রংপুরে এক ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করেছিল, তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, বিচারপ্রক্রিয়া চলছে। সুষমার বক্তব্য, 'এ ধরনের ঘটনায় আমরা চুপ করে থাকব না। দ্বিপাক্ষিক স্তরে কথা বলে সমাধানে পৌঁছনোর চেষ্টা করব।'

পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘুদের ভারতে চলে আসার কথাও উল্লেখ করেছেন সুষমা। বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আওতাভুক্ত হলেও তিনি এই বিষয়টি নজরে রাখছেন বলে দাবি বিদেশমন্ত্রীর। তাঁর কথায়, 'আমরা লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ করিয়েছি। রাজ্যসভাতেও যাতে এই বিল বিনা বাধায় পাশ হয়ে যায় তার জন্য সাংসদের অনুরোধ জানাচ্ছি। ওই দেশ থেকে ভারতে চলে আসা সংখ্যালঘুরা যদি এখানে নাগরিকত্ব পেয়ে যান, তা হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমরা প্রথমে দু'বছরের ভিসা দেব, পাঁচ বছরের দীর্ঘমেয়াদি ভিসা দেওয়া হবে। নয়া নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী, সাত বছর পর যদি তাঁরা এদেশে থেকে যেতে চান, তা হলে তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। সুষমার দাবি পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের দুঃখ দুর্দশার বিষয়টি তাঁরা একাধিকবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরেছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কাউন্সিলেও বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জে একই রাতে ৩টি মন্দিরে চুরি করলো দুষ্কৃতিরা

বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে পাঁচগাও কর্মকারপাড়ায় তিনটি মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটেছে। গত ২৭শে জুন বুধবার রাতে উপজেলার দুপ্তারা ইউনিয়নের পাঁচগাঁও কর্মকারপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় হিন্দুরা জানান কর্মকারপাড়া গ্রামের ভূতনাথ মন্দির, কালী মন্দির ও লোকনাথ ব্রহ্মচারী মন্দিরে একদল চোর দেয়াল টপকে লোহার কলাপসিবল গেট ও মন্দিরের তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। মন্দিরের মহাদেব, কালী ও লোকনাথ ব্রহ্মচারী মূর্তীর গলা থেকে স্বর্ণ ও গোলগ্লেটের অলংকার, মন্দিরে থাকা তামা, পিতল, কাঁসা ও স্টিলের মূল্যবান মাল ও টাকার দুটি দানবাক্স নিয়ে যায়। মন্দিরের সভাপতি মাখন লাল দাস জানান, বুধবার সন্ধ্যায় মন্দিরের পাশের বাড়ির দুলাল চন্দ্র দাস পূজা অর্চনা শেষ করে মন্দির বন্ধ করে চলে আসেন। বৃহস্পতিবার সকালে এলাকার লোকজন মন্দিরের গেট ও দরজার তালা ভাঙা দেখে তাকে খবর দেয়। তারা গিয়ে দেখতে পান মন্দিরের সবকিছু ওলটপালট করা এবং মন্দিরের ভিতরে থাকা মূল্যবান জিনিসপত্র কিছুই নেই। মন্দিরের বাইরে প্রণামী বাক্স পরে থাকতে দেখা যায়। পরে থানা পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। সকালে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আড়াইহাজার থানার ওসি এম ও হক জানান, এ ঘটনায় থানায় চুরির মামলা হয়েছে। পুলিশ এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা করছে।

ধামরাইয়ে বাড়িসহ জমি দখল করে হিন্দু পরিবারকে উচ্ছেদ ঃ অভিযুক্ত হাজি আজিজুর রহমান

বাংলাদেশের ধামরাইয়ে হাজি আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে ৬০-৭০ জন সন্ত্রাসী দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি ভেঙে. তাণ্ডব চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে কার্তিক মনিদাস ও তার পরিবার এবং স্থানীয় এলাকাবাসী। গত ৯ই আগস্ট, বৃহস্পতিবার সকালে কুটিরচর গ্রামের প্রভাবশালী কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হাজি আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে ৬০-৭০ জন মুসলিমের একটি দল শাবল, রড, বাঁশ নিয়ে কার্তিক মনিদাসের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তার মা আরতি মনিদাস, শাশুড়ি সোনা মনিদাস ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়ে কণিকা মনিদাসকে মারধোর করে ঘর থেকে বের করে দেয়। এরপর বসত ঘর ও একটি দোকান ভেঙে তছনছ করে দখল করে নেয় সন্ত্রাসবাদীরা। সেখানে ইট দিয়ে প্রাচীর দিয়ে দখল করে নেন আজিজ। দখলের তাণ্ডব দেখে কার্তিকের প্রতিবেশী মুদি দোকানদার প্রদীপ চক্রবর্তী (৪৫) হার্ট অ্যাটাক করে মারা যান। এর আগে কার্তিকের বিরুদ্ধে আদলতে মামাল করে আজিজের ছেলে জাহিদুল ইসলাম। এ মামালয় সোমবার রাতে কার্তিককে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠায় পুলিশ। নিহতের ভাই বিজয় চক্রবর্তী জানায়, বাড়ি-ঘর ভাঙচুরের ঘটনা চোখের সামনে দেখে আমার ভাই। এরপর তার বুকে ব্যথা অনুভব হয়। তৎক্ষণাৎ সাভারের এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কার্তিকের স্ত্রী রিনা মনিদাস জানায়, তার স্বামীকে জামিন করাতে বৃহস্পতিবার আদালতে যায়। এ সুযোগে আজিজ তার সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে আমার মা-শাশুড়ি, তিন শিশু মেয়েদের মারধোর করে বাড়িঘর দখল করে নেয়। কিন্তু আমরা পাশে জমি বিক্রি করেছিলাম, কিন্তু বাস্ত জমিসহ ঘরবাড়ি বিক্রি করিনি। কিন্তু আজিজ ও তার দলবল সেই জমি গায়ের জোরে দখল করে নিল বলে জানিয়েছেন।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বাগনানে সাড়ম্বরে পালিত হল শ্রীকৃষ্ণপূজা

হিন্দু সংহতির হাওড়া জেলার বাগনান শাখার উদ্যোগে সাড়ম্বরে পালিত হলো শ্রীকৃষ্ণের পূজা। প্রতি বছর এই পূজা নিকটবর্তী আশ্রমে হলেও এবার বাগনান লাইব্রেরী মোড়ে পূজার আয়োজন করা হয়। পুজো উপলক্ষে এক বিশাল যজ্ঞ করা হয়েছিল যাতে সংহতির প্রায় দুশো ছেলে অংশগ্রহণ করে। ওইদিনই সন্ধ্যায় সাধারণ মানুষের কাছে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে প্রায় তিনশো কম্বল বিতরণ করা হয়। সংহতি সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজে উপস্থিত থেকে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন করেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক সুন্দরগোপাল দাস, সহ সম্পাদক সুজিত মাইতি, উপদেষ্টা চিত্তরঞ্জন দে এবং হাওড়া জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী মুকুন্দ কোলে।

পরেরদিন বিসর্জন উপলক্ষে হাওড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংহতি কর্মীরা ও শুভানুধ্যায়ীরা বিসর্জন মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রায় আট হাজার কর্মী সমর্থকের বিশাল মিছিল বাগনান লাইব্রেরী মোড় থেকে শুরু করে স্টেশন চত্বর ঘুরে শেষ পর্যন্ত গঙ্গায় মূর্তি নিরঞ্জন করা হয়। সেখানেও সভাপতির সঙ্গে চিত্তরঞ্জন দে, সুজিত মাইতি, দেব চ্যাটার্জী, সমীর গুহরায় এবং লাল্টু শী প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন। পুজোর দিন এবং বিসর্জনের দিনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল নিশ্ছিদ্র। সংগঠনের সভাপতি প্রশাসনিক এই ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অঞ্চলের বিধায়ককে ধন্যবাদ জানান। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্ব ছিল বাগনানের প্রীতম চক্রবর্তী এবং মুকুন্দ কোলের উপর।

আট লক্ষ টাকার জালনোটসহ গ্রেপ্তার মুকলেশুর রহমান

তাপ্পি মারা জীর্ণ একটি ব্যাগ। কিন্তু সেই ব্যাগ খুলতেই বেরিয়ে পড়ল আট লক্ষ টাকার জাল নোট। ঘটনাস্থল মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ফরাক্কা, তারিখ ১১ই জুলাই, বুধবার। ঠিক এক মাস আগে এই ফারাক্কাতেই আগ্নেয়াস্ত্র ও জাল টাকা-সহ মালদহের কালিয়াচকের বাসিন্দা মোক্তাজুল শেখকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তবে বুধবার পুলিশ দু'জনকে পাকড়াও করলেও ঝাড়খণ্ডের এক কারবারিকে ধরতে পারেনি পুলিশ। ধৃত মুকলেশুর রহমানের বাড়ি বৈষ্ণবনগরের পারদেওনাপুরে। অন্য জন, আলম শেখ ফরাক্কার চর সুজাপুরের বাসিন্দা। জঙ্গিপুরের এসডিপিও প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ধৃত দু'জনেই দীর্ঘ দিন ধরেই জাল নোটের কারবারে জড়িত। তাদের সঙ্গে আর কারা এই চক্রে জড়িত তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, একটি ছেঁড়া ব্যাগের মধ্যে চারটি বাণ্ডিলে রাখা ছিল চারশোটি জাল দু'হাজার টাকার নোট। কথা ছিল, জিগরির মোড়ে ঝাড়খণ্ডের বারহারোয়া থেকে এক কারবারি সেই জালটাকা নিতে আসবে পুলিশের কাছে খবর ছিল। সেই মতো দু'জনকে ধরে ফেলে। জাল নোটের কারবারীরা বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা, শমসেরগঞ্জ ও সুতি থানাকে বেছে নিচ্ছে কেন? পুলিশের মতে, এই তিন থানার পূর্বে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া বৈষ্ণবনগর, পশ্চিমে ঝাড়খণ্ড, বীরভূম। পাশে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক। ফলে অতি সহজেই কালিয়াচকের জাল নোট ঢুকে পড়ছে ফরাক্কা, সুতি ও শমসেরগঞ্জে।

মালদহের মানিকচকে স্কুলের মধ্যেই ধর্ষণের চেষ্টা ছাত্রীকে, অভিযুক্ত শাহজাহান শেখ

স্কুলের মধ্যেই ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল মালদহের মানিকচকে। ওই ঘটনায় অভিযোগের তির স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র শাজাহান শেখের বিরুদ্ধে। গত ১২ই জুলাই বৃহস্পতিবার ন্যাক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের মানিকচকের নূরপুর হাইস্কুলেই। জানা গিয়েছে ওই স্কুলেই নবম শ্রেণিতে পড়ে ছাত্রীটি। বৃহস্পতিবার টিফিনের সময় সে স্কুলের ছাদে উঠেছিল সেখানেই ছিল একাদশ শ্রেণির ছাত্র শাজাহান শেখ। অভিযোগ ছাত্রীকে একা পেয়ে ছাদেই তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে ওই ছাত্র। কোনওরকমে হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে আসে ছাত্রীটি। গোটা ঘটনা বাড়িতে জানালে অভিভাবকরা তাকে নিয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে বিষয়টি জানান, তবে গুরুতর অভিযোগ পেয়েও অভিযুক্ত ছাত্রের বিরুদ্ধে কোনওরকম পদক্ষেপ নেননি ওই শিক্ষক মহাশয়। নির্যাতিতা ছাত্রীর অভিভাবককে বিষয়টি মিটিয়ে নিতে বলেন। তবে সেই মিটমাটের কোনও ব্যবস্থাই তিনি করেননি। এরপরই মানিকচক থানায় ছাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা-মা। এই ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে মানিকচক থানার পুলিশ। অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে খবর। একই সঙ্গে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের নিস্পৃহতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। নিজের স্কুলের ছাত্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠলেও তাঁকে কোনওরকম দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। এমনকি, ছাত্রীর অভিভাবককে পুলিশে যেতেও নিষেধ করেছিলেন ওই শিক্ষক। নির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়ে এবার সেই ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককেই জেরা করবে পুলিশ। এদিকে দু'দিন হয়ে গেলেও বিষয়টি প্রায় ধামাচাপা ছিল। থানায় অভিযোগ দায়ের হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শোনা যাচ্ছে এলাকা ছেড়ে পলাতক অভিযুক্ত ছাত্র। তদন্তে নেমেছে মানিকচক থানার পুলিশ।

গাইঘাটা সীমান্তে বিএসএফ জওয়ানকে কোপালো গরু-পাচারকারীরা

উত্তর-২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটা সীমান্তে গরু পাচার আটকাতে গিয়ে পাচারকারীদের হাতে আক্রান্ত হলেন এক বিএসএফ জওয়ান। তার নাম কে মারিয়াপ্পম। তিনি গাইঘাটা আউটপোস্টে কর্মরত। জানা গিয়েছে, গত ১৫ই জুলাই, রবিবার রাতে গাইঘাটা সীমান্তের ঝাউডাঙ্গাতে টহল দিচ্ছিলেন ওই বিএসএফ জওয়ান। টহল দেবার সময় লক্ষ্য করেন কয়েকজন পাচারকারী গরু সীমান্তের ওপারে পাচার করছে। তখন ওই জওয়ান পাচার আটকানোর জন্যে শূন্যে কয়েক রাউন্ড গুলি চালান। কিন্তু তাতেও পাচারকারীরা ভয় পায়নি। তখন ওই জওয়ান পাচারকারীদের কাছে গেলে পাচারকারীরা ঘিরে ধরে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে জওয়ানকে কোপায়। তারপর পাচারকারীরা তাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরে টহল দেবার জন্য অন্য জওয়ানরা তাকে উদ্ধারকরে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তিনি জ্ঞান হারান। বর্তমানে ওই জওয়ান মনগা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি। তবে এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত। তারা জানিয়েছেন যে, গরু পাচারকারীরা যদি বিএসএফ জওয়ানকে কোপায়, তাহলে তাদের নিরাপত্তা দেবে কে?

হিলি সীমান্তে গ্রেপ্তার ৭ বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারী

গত ১০ই জুলাই, মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার বালুপাড়া থেকে দুই নাবালক সহ সাত বাংলাদেশিকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে। পুলিস জানিয়েছে, ধৃতদেরে নাম সালেম শেখ, কামাল হোসেন, আবুল হোসেন, মহম্মদ হাফিজ ও রোকিমা বেগম। তাদের সকলের বাড়ি বাংলাদেশের নওগা জেলায়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে বালুপাড়া বাজার এলাকায় দুই নাবালককে নিয়ে ওই পাঁচ বাংলদেশি ঘোরাঘুরি করছিল। টহলদারির সময় সন্দেহ হওয়ায় জিজ্ঞাসাবাদ করতেই জানা যায় তারা কাজের খোঁজে এসেছে। হিলি থানার ওসি তাসি শেরপা বলেন ওই দুই নাবালককে চাইল্ড লাইনে পাঠানো হয়েছে। ধৃত পাঁচ বাংলাদেশিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

নারী পাচারে অভিযুক্ত শেখ শরিফুল সহ ১০ জন গ্রেপ্তার

গত ১৩ই জুলাই, শুক্রবার নারী পাচারচক্রে অভিযোগে ধৃত শেখ শরিফুলকে ৫ দিনের পুলিস হেফাজতের নির্দেশ দিল উলুবেড়িয়া মহকুমা আদালত। হাওড়ার খালনা গ্রামের এক তরুণীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদের নিষিদ্ধ পল্লিতে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে সন্দেশখালি থানা এলাকার শেখ শরিফুলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিস প্রথমে শরিফুলকে গ্রেপ্তার করে। তারপর তাকে জেরা করে বাকি ১০ জনের হদিশ পাওয়া যায়। এরপর পুলিস গাজিয়াবাদের নিষিদ্ধ পল্লিতে অভিযান চালিয়ে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে। শুক্রবার তাদের আদালতে তোলা হয়। এই চক্রের সঙ্গে আন্তর্জাতিক নারী পাচার চক্রের কোনও যোগ আছে কি না তা পুলিস খতিয়ে দেখছে। পুলিশ শেখ শরিফুল সহ ধৃতদের বিরুদ্ধে ৬টি ধারায় মামলা শুরু করেছে।

মুসলিম প্রেমিকের অপমানে আত্মঘাতী হিন্দু নাবালিকা

মর্মান্তিক এই ঘটনাটি মুর্শিদাবাদ জেলার। এই জেলার সুতি থানার ইন্দ্রনগরে ফেসবুকে আপত্তিকর ছবি পোস্ট করায় অপমানে আত্মঘাতি হলেন হিন্দু নাবালিকা হাসি হালদার (বয়স ১৭ বছর)। মৃত হাসি উচ্চমাধ্যমিকে পড়াশোনা করতো। অভিযুক্ত মুসলিম প্রেমিক নাদিন শেখ পলাতক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই বোন ও মা নিয়ে তাদের সংসার। অভিযুক্তের বাড়ি কাছের ডিহিগ্রামে। তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল হাসির। বেশ কয়েকদিন আগেই নাদিন শেখ দু'জনের ঘনিষ্ঠ ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে। যা জানাজানি হবার পরে প্রচণ্ড মানসিক চাপে ভুগছিল ওই নাবলিকা। সেই অপমানে গত ৮ই জুন, রবিবার রাতে নিজের বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে হাসি হালদার। পরের দিন পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত্রে জন্যে পাঠায়। হাসির মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার পর হাসির অভিযুক্ত মুসলিম প্রেমিক নাদিন শেখ পলাতক। তার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhatibangla.com>, <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : CHITTARANJAN DEY, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 230/3, Raipur Road, Police Station Netaji Nagar, Kolkata 700 047
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686/9836188899